

এক স্বপ্নদৃষ্টার প্রয়াণ



মরহুম আলহাজ্ব আনসার উদ্দিন স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ

এক স্বপ্নদ্রষ্টার প্রয়াণ

মরহুম আলহাজ্ব আনসার উদ্দিন আহমেদ স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ



তোফায়েল আহমেদ

এক স্বপ্নদ্রষ্টার প্রয়াণ

মরহুম আলহাজ্ব আনসার উদ্দিন আহমেদ স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ

তোফায়েল আহমেদ

Copyright © 2006 by Lutfur Rahman

All right reserved
including the right of reproduction
including or in part in any

Cover design & illustrated by : Khondokar Tofazzal Hossain
FUTURIST

Published by : *Ansaruddin Ahmed Foundation*

Prin : RB Printers
Production : Seemana

Ek Swapnodroshtar Proyan
By : Tophaell Ahmed

Not for sale

কৃতজ্ঞতা

এদেশের সিরামিক শিল্পের জনক বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মরহুম আনসার উদ্দিন বিগত ২০০৫ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে ইস্তিকাল করেন (ইল্লালিল্লাহে ওয়াইন্নাইলাইহে রাজিউন)। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান সমাজে তাঁর মতো অগ্রসর চিন্তার মানুষ প্রায় দৃষ্টান্তরহিত। আজকের এই আধুনিক বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসকল ব্যক্তিমানুষের ভূমিকা চিরকাল স্বর্ণাঙ্করে লেখা থাকবে তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বিয়োগে এদেশ হারালো কৃতি এক মহাপুরুষকে যার ক্ষতি কোনভাবেই পূরণ হবার নয়। পরম করুণাময় তাঁর বিদেহী আত্মাকে শান্তি দান করুন।

এই প্রকাশনাটি কীর্তিমান মরহুম আলহাজ্ব আনসার উদ্দিন সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর বর্ষিক কর্মময় জীবনের বিভিন্ন সময়ের সহযোগী, সহযোদ্ধা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের বিভিন্ন স্মৃতিকথা, শোকবানী, চিঠিপত্র ও অনুভূতির প্রকাশ। আসলে তাঁকে প্রচারের চেয়ে ধরে রাখাই এর মূল উদ্দেশ্য। স্মরণিকাটি প্রকাশে তাঁর সম্পর্কে লেখা দিয়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাদের প্রতি মরহুমের পরিবারের পক্ষ থেকে সীমাহীন কৃতজ্ঞতা জানাই। এটির প্রকাশকাল আরো বেশ পূর্বে হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু সঙ্গত কয়েকটি কারণে এটির প্রকাশকাল দীর্ঘ হলো যেমন প্রথমত পূর্ব প্রস্তুতি না থাকা, দ্বিতীয়ত অগোছালো কয়েকটি আন্তরিক লেখনিকে মূদ্রণযোগ্য করা এবং তৃতীয়ত কয়েকটি লেখা ইন্টারভিউ থেকে লিখে নেয়া ইত্যাদিই বিলম্বের মূল হেতু। এ জন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। বইটির প্রকাশনা বিষয়ে সার্বিক তত্ত্বাবধান করে সোহেল রানা রিপন বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এর বিভিন্ন লেখা সুবিন্যস্ত ও সন্নিবেশিতকরণে যিনি বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন তাঁর নাম না উল্লেখ না করলেই নয়, তিনি হলেন খন্দকার তোফাজ্জল হোসেন। বিশেষ উল্লেখ্য যে মরহুমের বড় ছেলে লুৎফর রহমান এর ঐকান্তিক আগ্রহ ও ইচ্ছার কারণে বইটি প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও বইটির প্রকাশনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি অকুষ্ঠ কৃতজ্ঞতা রইলো। কদাচ কোন পাঠক-পাঠিকা কখনো যদি বইটি পড়ে কোনরূপ উপকৃত হন তাহলেই এ প্রকাশনাটি সার্থক হবে।

তোফায়েল আহমেদ

২৬.১১.২০০৬

উৎসর্গ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)

হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তী (রঃ)

হযরত শাহজালাল (রঃ)

হযরত শাহ্ মখদুম (রঃ)

হযরত খানজাহান আলী (রঃ)

হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলাম মাওলা হোসাইনী চিশ্তী শামপুরী (রঃ)

হযরত ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (রঃ)

হযরত শাহ্ পরান (রঃ)

সূচীপত্র



স্মৃতির আয়নায় / ইঞ্জিনিয়ার (অব) মাকসুদ খান	পৃষ্ঠা - ১৫
আনসার উদ্দিন : আলোকিত শিল্পপতি ও সমাজসেবক / তোফায়েল আহমদ	পৃষ্ঠা - ১৯
এক স্বপ্নদ্রষ্টার প্রয়াণ / মোহাম্মদ মাকছুদুর রহমান	পৃষ্ঠা - ২৩
অকৃত্রিম বন্ধু আনসার উদ্দিন / এম মকসেদ আলী	পৃষ্ঠা - ৩১
আমার দেখা হাজী আনসার উদ্দিন আহমেদ / এ. এইচ. এম. এ কাদের	পৃষ্ঠা - ৪১
My father Ansar Uddin Ahmed / Lutfur Rahman	পৃষ্ঠা - ৪৫
A Remarkable Man / Terry Partridge	পৃষ্ঠা - ৫১
In memorium of my father / Anwarun Nehar	পৃষ্ঠা - ৫৩
আমাদের প্রাণপ্রিয় খালু / লুৎফুন নাহার রত্না জিয়াউল	পৃষ্ঠা - ৫৫
একজন সিরামিক শিল্প প্রতিষ্ঠাতা ও ধ্যানী আমাদের নানামনি / মনোরমা, এ্যানি ও অনুপমা তাসনীম	পৃষ্ঠা - ৫৭
Homage to Khalu / Inam Khan	পৃষ্ঠা - ৫৯
স্রষ্টার কাছে সমর্পণ / এলিজা, কবিতা ও রীয়া	পৃষ্ঠা - ৬১
চিরঞ্জীব নানুভাই / ডাঃ সাবরীনা	পৃষ্ঠা - ৬৩
Of our 'Nana Bhai' / Dr. Sonia Afroj	পৃষ্ঠা - ৬৫
আমাদের দরবেশ ফুফা / ডাঃ সাহানা, ডাঃ সেলিনা, ডাঃ হাসনা ও প্রকৌশলী নাসিমা	পৃষ্ঠা - ৬৬
In memoriam : Ansaruddin 'fufa' / Fazlul Kabir	পৃষ্ঠা - ৬৭
শোকবাণী : দেশ-বিদেশ থেকে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু ও স্বজনদের লেখনী	পৃষ্ঠা - ৭১ - ৮৪
Last dictation of Ex Managing Director to Jaipur Ceramic, India	পৃষ্ঠা - ৮৫
খেলাফতনামা	পৃষ্ঠা - ৮৬
আলহাজ আনসার উদ্দিন এর জীবন দর্শন	পৃষ্ঠা - ৮৭

ভূমিকা

মরহুম আনসার উদ্দিন আহমেদ ১৯২২ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী লক্ষ্মীপুর জেলার অর্ন্তগত দীঘলি গ্রামে এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ তারিকউল্ল্যা মুখা। মাতা মোছাম্মত আনোয়ারা খাতুন। শৈশব এবং কৈশোরে গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করেন তিনি। তৎকালীন সময়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন ঢাকায় এসে। অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাসের পর কয়েকজন বন্ধু মিলে ঢাকাতেই ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করেন। কর্মজীবনের শুরুতেই পেশা হিসেবে নির্মাণ কাজের ঠিকাদারি পেশা উনি বেছে নিয়েছিলেন সেই সময়ে সদ্য ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সরকারী এবং বেসরকারীভাবে নির্মাণ কাজের প্রচুর সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল বলে। ওই সময়ে তিনি প্রথম পূর্ব পাকিস্তানী হিসেবে সিরামিক শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ঠিকাদারি ব্যবসার অংশীদার অন্যান্য বন্ধুদের সাথে নিয়ে সাফল্যের সাথে পিপলস্ সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সৎ, নির্ভিক ও একনিষ্ঠ। তাঁর সততা, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সাফল্য হিসেবে পরবর্তীতে তিনি স্ট্যাভার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ নামে আরেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন।

দীর্ঘকালের অবহেলিত পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান জনপদের আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তুলবার বিষয়ে তাঁর ধর্ম ও কর্মযোগীর ভূমিকা বিশেষ অবদান রেখেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। শিল্পপতি মরহুম আলহাজ আনসার উদ্দিন সাহেবের আরেকটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি প্রচন্ড ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। অঢেল বিত্ত-বৈভব অর্জনের পরও যাপিত জীবনে তিনি ছিলেন প্রচন্ড ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী নিরহংকারী ও সাধারণ জীবন যাপনকারী একজন অসাধারণ মানুষ। তিনি বক ধার্মিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন গদীনসীন পীর। জীবনের শুরু থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আদর্শ মেনে চলতেন খুবই কঠোরভাবে। তাঁর সহযোগী অংশীদার বন্ধুগণ, প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, আত্মীয়-স্বজন পরিচিতদের মাঝে তিনি ছিলেন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। বিরল গুণের অধিকারী জনাব আনসার উদ্দিন ২০০৫ সালের ১৪ই আগষ্ট ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন)। পারিবারিক জীবনে তিনি তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক ছিলেন। পরম করুণাময় তাঁর বিদেহী আত্মাকে শান্তি দান করুন।

তোফায়েল আহমেদ

২৬.১১.২০০৬

শোকগাঁথা

মরহুম আলহাজ আনসার উদ্দিন সাহেবের প্রয়াণে দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু ও স্বজনদের শ্রদ্ধাঞ্জলী



টঙ্গিতে অবস্থিত পিপলস সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (পিসিআই) ফ্যাক্টরীর বাহিরের ছবি । ১৯৬২

স্মৃতির আয়নায়

ইঞ্জিনিয়ার (অব) মাকসুদ খান

প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

আনসার উদ্দিন সাহেবের সাথে আমার পরিচয় হয় তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে আমি যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান সংক্ষেপে (আইডিবিপি) তে জুনিয়ার অফিসার হিসেবে যখন কর্মরত ছিলাম তখন। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ব্যাংক ঋণের সহায়তা বিষয়ে জানতে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানে আসেন এবং ওখানেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় এবং অনেক আলাপ হয়। এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় সম্ভবত ১৯৬৪-৬৫ সনের দিকে আনসার উদ্দিন সাহেব একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের বিষয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করেন। সেই সময়ে উক্ত ব্যাংকের কর্মকর্তা যারা ছিলেন এবং আমি নিজেও যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হই। তাঁর আগ্রহ ও উদ্যোগের কথা শুনে আমরা খুবই আগ্রহী হই উনার ব্যাপারে।

সেই সময়ে পাকিস্তানের শাসক ছিলেন জেনারেল আইয়ুব খান। উনি ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেই যে বিষয়টিকে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন তা হলো পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বৈষম্য দূরীকরণে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয় যে, আইয়ুব খানের পূর্বে যারা পাকিস্তানের শাসক ছিলেন তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি দৃষ্টিকটুরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করেছিলেন। আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেই তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নয়নের অনুরূপ পূর্ব পাকিস্তানেও করবার সরকারীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের স্থানীয় অধিবাসী বাঙালীদের নানা রকম শিল্প উদ্যোগে সরকারী সহায়তার জন্য তিনি বিশেষ নির্দেশ দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানেও বড় বড় শিল্প কল-কারখানা গড়ে তুলতে তিনি নির্দেশ দেন। সেই সময় প্রায় প্রথম দিককার একজন শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে মরহুম আনসার উদ্দিন সাহেব আমাদের কাছে আসেন।

আইডিবিপি থেকে আনসার উদ্দিন সাহেবের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি অনুমোদন লাভের পর জাপান থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সকল মেশিনারীজ আনবার জন্য উনি জাপানীদের সাথে কথা বলেন। প্রতিষ্ঠানের মেশিনারীজ আনবার পর উনি উপলব্ধি করেন যে উনাকে সহায়তা করবার জন্যে এ বিষয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন। ঐ সময়ে তিনি আমার খোঁজ করেন। উনার সঙ্গে পরিচয়ের প্রায় বছর দুয়েক পরের কথা সেটা। সে সময় ওই ব্যাংকের চাকুরি ছেড়ে আমি একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে যোগ দিয়েছি। উনি আমার খোঁজ পেয়ে সেখানে আসেন এবং আমার সাথে কথা বলেন। আমি যারপরনাই বিস্মিত ও চমৎকৃত বোধ করি উনি নিজে থেকে আমার কাছে আসায়। কুশলাদি ও বিভিন্ন আলাপের পর এক পর্যায়ে উনি বললেন মেশিনারীজ বিষয়ে সহায়তার জন্য একজন উপযুক্ত লোক দরকার কিন্তু পাচ্ছেন না। অনেক ভেবে আমাকে মনে করেছেন এবং সেজন্যেই আমার কাছে আসা। সরাসরি উনি আমাকে প্রস্তাব করলেন যেন আমি তাঁর সাথে যোগ দেই। অনেক আলোচনার পর আমরা একমত হই এবং নির্ধারিত সময়ে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করি। এভাবেই জড়িয়ে যাওয়া তাঁর সঙ্গে। এক সময় প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল দায়িত্বই পরে আমার উপর। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পুরোদমে শুরু হয় ১৯৬৭ সনের দিকে।

সেদিন থেকে জনাব আনসার উদ্দিন সাহেবকে আমি খুবই কাছে থেকে দেখেছি। একজন ব্যবসায়ী মানুষ হিসেবে তার একাগ্রতা ও নিষ্ঠা ছিলো

অভাবনীয় ও অবশ্যই অনুকরণীয়। সেই সময়ে সম্ভবত বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে প্রায় বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। প্রফেশনালিজম শব্দটির প্রকৃত উদাহরন ছিলেন তিনি। কাজের ব্যাপারে তার উদ্যোগ এবং নিষ্ঠা ছিলো চোখে পড়ার মত। বিশেষ করে বাঙালী মুসলমান সমাজে সেই সময়ে তাঁর মত এতোখানি অগ্রসরমনস্কতা ছিলো সত্যিই বিরল। নিঃসন্দেহে তিনি সকলের অনুকরণীয় হতে পারেন। চিন্তায় ও কর্মে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। কোন কিছুতেই পিছনে না তাকানোই ছিল তার স্বভাবের অঙ্গগত। শিল্প-কারখানা বিষয়ে প্রায় অভিজ্ঞতাহীন তিনি জীবনের শুরুই এতোবড় একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়তে গিয়ে যে বিচক্ষণতায় তা সমাধা করলেন সেটা সত্যিই আশ্চর্য হবার মত বিষয়।

আনসার উদ্দিন সাহেব নিজে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। লেখাপড়া শেষে উনি ঠিকাদারী ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৫০ সনের দিকে তেঁজগাও শিল্প এলাকায় প্রতিষ্ঠিত সিরামিক ইন্সটিটিউট এর নির্মাণ কাজে ঠিকাদারী করার সময় থেকেই সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি করবার পরিকল্পনাটি সম্ভবত উনার মাথায় আসে। সেই সময়ে গড়পড়তা অন্যান্য শিল্প উদ্যোগী অন্যান্য বাঙালি যারা, তাঁরা অনেকেই তখন টেক্সটাইল শিল্প করেছেন, অয়েল মিল করেছেন, জুটমিল করেছেন কিন্তু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রির মতো একটি ভিন্নধর্মী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা উনিই বাঙালিদের মধ্যে সর্বপ্রথম চিন্তা করেছিলেন বলে আমার বিশ্বাস।

দীর্ঘ সতের বছর উনার সাহচর্যে কাটিয়ে অনেক কাছে থেকে তাঁকে দেখবার এবং বুঝবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রতিনিয়ত তাঁর সুচিন্তা ও বিচক্ষণতা, তাঁর সুদূরপ্রসারী ভাবনা ও দৃষ্টির গভীরতায় যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। কখনো কখনো এমন অনেক সিদ্ধান্ত উনি তাৎক্ষনিকভাবে দিতেন যাতে খালি চোখে কোম্পানীর ক্ষতি দৃশ্যমান হতো। কিন্তু খুব নিকট ভবিষ্যতেই আমরা তাঁর সেই আপাত ক্ষতিকর সিদ্ধান্তের সুদূর প্রসারী সুফল বুঝতে পারতাম। এতে কোম্পানীর সুনাম যেমন বৃদ্ধি পেতো তেমনি উৎপাদিত পণ্যের কাটতিও বেড়ে যেতো, যার ফলশ্রুতিতে কোম্পানীর মুনাফার পথটি আরো সুগম হতো। তাঁর এরূপ বিচক্ষণতার একটা উদাহরন এখানে উল্লেখ করা আবশ্যিক বলে আমি মনে করি।

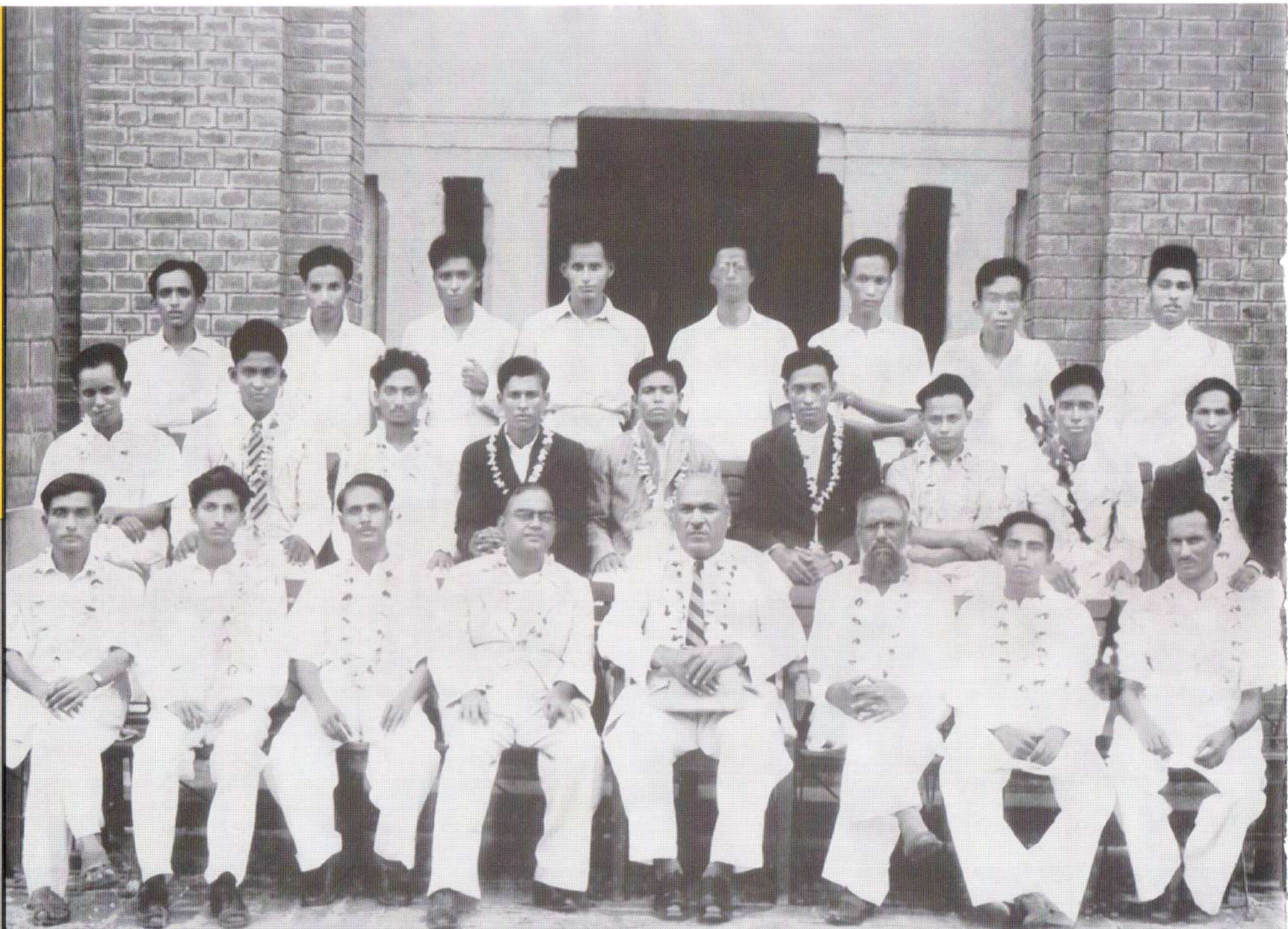
সেই সময়ে আমাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়মিত পশ্চিম পাকিস্তানে যেতো। পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে এখনকার মত কন্টেইনার ব্যবস্থা ছিলো না তখন। কোন ভাবে প্যাকিং করে আমরা পাঠাতাম। একবার পশ্চিম পাকিস্তানে মাল পাঠানোর পর প্যাকিং অবস্থায় বেশ কিছু পণ্য ভাঙ্গা অবস্থায় পায় ওরা। হয়তো রাস্তায় মিস্‌হ্যান্ডেলিং এর কারণেই ওগুলো ভেঙেছে। ওই ঘটনায় পাকিস্তানী আমদানীকারক খুবই হতাশ হয়ে যান এবং আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভাঙ্গা পণ্যগুলো ফেরত নিতে বলেন। যেহেতু পণ্য ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোন গাফিলতি ছিলো না, সেজন্যে আমি ম্যানেজমেন্টের পক্ষে পাকিস্তানী ওই ভদ্রলোককে আমাদের অপারগতার কথা জানাই। এ নিয়ে দু'পক্ষে যখন মতানৈক্য চলছিল তখন হঠাৎ কথাটি আনসার উদ্দিন সাহেবের গোচরীভূত হয়। বিস্তারিত জেনে তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি যেন পাকিস্তানী ভদ্রলোকের দাবিকৃত সব মালামাল পুনরায় পাঠিয়ে দেই। যদিও দুইপক্ষের চিঠি চালাচালি বা টেলিফোন কিংবা ট্রাংকলের এক পর্যায়ে হয়তো কিছু পরিমাণ পণ্য পাঠালেই ওরা খুশি হতো, কিন্তু তিনি সেই সুযোগ না নিয়ে বরং সবগুলো মালই পুনরায় পাঠিয়ে দেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেন তার কাছে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য। তাঁর এই সিদ্ধান্তে আমি কোম্পানীর স্বার্থের প্রশ্নে আপত্তি উত্থাপন করায় তিনি আমাকে বলেন এই সাময়িক ক্ষতির সুদূর প্রসারী ফল খুবই ভালো হবে। যাই হোক পাকিস্তানী সেই ভদ্রলোক এই ঘটনায় যারপরনাই বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন এবং ফলশ্রুতিতে তার নিয়মিত অর্ডারের কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি আমাদের সাথে ব্যবসা করেন। এরকম সহৃদয় সহানুভূতি দিয়ে উনি সবাইকে সহজেই আকৃষ্ট করতে পারতেন।

একটা বড় গুন ছিল তাঁর, তা'হলো কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে অন্যান্য সকলের মতামত জানতে চাইতেন এবং গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল তাঁর মধ্যে যাকে বলে Delegation of Authority. তিনি প্রত্যেকের যার যা কাজ সেটা তাকে দিয়েই সমাধা করতে চাইতেন। সাধারণত ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে এই জিনিসটা খুবই বিরল। কিন্তু তাঁর মধ্যে এই বিশাল গুনটি তখন থেকেই ছিল। আধুনিক ব্যবসায় নীতিমালা বিষয়টি উনি সহজাতভাবেই বুঝতেন এবং তা খুবই আশ্চর্যজনক বিচক্ষণতার সাথে। যদিও এই ধরনের ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কোনরূপ পূর্বাভিজ্ঞতাই তাঁর ছিলো না। তারপরও সারাজীবন তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। যারা তাঁকে কাছে থেকে দেখেছেন তারা জানেন তিনি ছিলেন খুবই আধুনিকমনস্ক পরিপূর্ণভাবে সফল একজন মানুষ। নানা রকম টেকনিক্যাল বিষয়ে তাঁর জানবার আগ্রহ ছিলো প্রবল। সব সময় বই পত্র ম্যাগাজিন ইত্যাদি পড়তেন। নানান বিষয় নিয়ে সবার সঙ্গে আলোচনা করতেন।

ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আনসার উদ্দিন সাহেব ছিলেন স্নেহ পরায়ণ, দয়ালু, পরমত সহিষ্ণু ও প্রচণ্ডরকমভাবে দেশাত্ববোধে উজ্জীবিত একজন মানুষ। নিজের আত্মীয় - পরিজন, প্রতিবেশী ও পরিচিতজনদের তিনি সহয়তা করতেন সর্বোত্তমভাবে। নীতিগতভাবে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। কোনরূপ অন্যায়ের প্রশয় দিতেন না কখনো। এমনকি কোন নিকট আত্মীয়ও যদি কোন অন্যায় করতো তাহলেও তিনি কঠোরভাবে তিরস্কার করতেন প্রয়োজন হলে শাস্তিও দিতেন। নীতির ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। এ বিষয়ে আরো একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। যেমন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণের সময় থেকেই তাঁর কয়েকজন বন্ধু কোম্পানীটির অংশীদার ছিলেন। কোম্পানী থেকে তাঁরা নিয়মিত পারিতোষিকসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেতেন। তাঁদের সুযোগ সুবিধা বন্টনের ব্যাপারটি তিনি খুবই সততার সাথে সম্পাদন করতেন। চিন্তা ও কর্মে স্বচ্ছতাই ছিলো তার ব্রত। সাধারণত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ধারণ করবেন একজন বাকীরা তার অনুগত থাকবেন এটাই রীতি হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে অংশীদারীত্বের ব্যবসায়ের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা বিশেষত আমাদের সমাজের লোকদের প্রায় মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত। অথচ, জনাব আনসার উদ্দিন সাহেবের অংশীদারগণ তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখতেন তাঁর সততা ও স্বচ্ছতা প্রশ্নাতীত ছিলো বলেই।

ব্যক্তি হিসেবে অত্যন্ত নিরংকারী হৃদয়ের মানুষ ছিলেন তিনি। আমার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার খোঁজ খবর নিতেন। আমি নিজে যখন ব্যবসা শুরু করি উনি জেনে খুবই খুশি হলেন। আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। নানা প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করতাম। এমনকি দু'জনের একই ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নানা সমস্যা প্রসঙ্গেও। একসময় তাঁরই একান্ত উৎসাহে আমরা সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন করি তাঁর জীবদ্দশাতেই। তাঁর গভীর উপলব্ধি ছিল পুঁজি বাজারে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, শ্রমিক আন্দোলন, সরকারের বিভিন্ন সংস্কার নানান ধরনের চাপ মোকাবেলা করবার জন্য নিজেদের একটা অ্যাসোসিয়েশন থাকা উচিত। এখানকার বাস্তবতায় তিনি তা অনুধাবণ করতে পেরেছিলেন খুব গুরুত্বের সাথে। তিনিই আমাকে এই অ্যাসোসিয়েশনটি পরিচালনার দায়ভার দিয়েছিলেন স্বল্পেহে। এ দেশের শিল্প উদ্যোগজ্ঞাদের মধ্যে তিনি ছিলেন স্বনামখ্যাত ও অগ্রগামী। তিনি পরোপকারী ছিলেন, জীবদ্দশায় সাধারণ মানুষের কল্যাণে সচেত্রে থাকতেন প্রতিনিয়ত।

মানুষ মরণশীল এটাই অমোঘ সত্য। চিরন্তন বাস্তবতার সেই পথ ধরেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। অকৃপণ বিলিয়ে গেলেন চারধারে তাঁর যতো গুণাবলী। নিরলস, নিরহংকারী, পরহিতকারী এই আধুনিক মনস্ক বিশাল হৃদয়ের মানুষটির প্রতি অনেকের মতো আমিও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। মহান আল্লাহতায়লা পরলোকে তাঁর আত্মাকে শান্তি দান করুন।



আনসার উদ্দিন : আলোকিত শিল্পপতি ও সমাজসেবক তোফায়েল আহমেদ

বিশিষ্ট ও বর্ষীয়ান শিল্পপতি আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ বঙ্গ ও মুসলিম বিশ্বের প্রচলিত ধারণাকে অতিক্রম করে দক্ষিণ এশিয়ার গাঙ্গেয় দ্বীপাঞ্চলে গত সিকি শতাব্দী ধরে ব্যক্তিগত খাতে শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে অগ্রযাত্রিক ও পথিকৃতির ভূমিকা সগৌরবে পালন করে এসেছেন। সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণাগুলো হচ্ছে, মুসলমানরা অংশীদারিত্বের বাণিজ্য ও শিল্পে অপারগ আর বাঙালিরা কলকারখানা বিশেষ করে বৃহদাকার কলকারখানা স্থাপনা ও পরিচালনায় অসমর্থ। এক্ষেত্রে ওই সকল পশ্চাদপদ ধারণাগুলোকে অমূলক প্রমানিত করা সম্ভব হয়েছে জনাব আনসার উদ্দিনের প্রজ্ঞা, মেধা, দূরদৃষ্টিতা, মানবিকতা ও মহৎ হৃদয়ের জন্য যার দ্বারা তিনি পূর্ববঙ্গ, পরে পূর্ব পাকিস্তান, এখন বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও আদর্শস্থানীয় পুঁজি বিনিয়োগকারী হিসেবে স্বীকৃত। জনাব আনসার উদ্দিন আহমেদ ১৯৬০ দশকের গোড়ার দিকে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বিজয়পুরের মাটি দিয়ে এবং জাপানি কারিগরি ও বিশেষজ্ঞের সহায়তায় টঙ্গীর শিল্পাঞ্চলে স্থাপন করেন বড় মূৎ শিল্প কারখানা পিপলস সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ (পিসিআই) লিঃ। কোম্পানীর সহযাত্রী অন্যান্য পরিচালকেরা হলেন জনাব মকসুদ আলী, জনাব নূরুল ইসলাম, জনাব নূরুল নেওয়াজ গাজী ও জনাব ওবায়দুল হক। এঁরা সবাই সদালাপী ও মেধাবী ও সৃজনশীল ছিলেন। একে অন্যের প্রতি সহমর্মিতায় ছিলেন অকৃপণ; মনে হতো যেন এক পরিবারের সন্তান তাঁরা সবাই। অনেকটা জাপানি শিল্প-ঐতিহ্যের ঝাঁচে পঞ্চরত্নের এই পিসিআই পরিবারের মানস গঠন প্রভাবান্বিত ছিলো বলে মনে হয়।

উৎপাদনকর্ম ও আন্তর্জাতিক বিপণন চিন্তা, বিনিয়োগ ও শিল্পোৎপাদনের যৌথ অগ্রাভিযানে শুধু নয়, চিন্তা এবং হৃদয়েও তাঁরা ছিলেন একাত্ম ও একীভূত। মধ্য ১৯৫০ দশকে এঁদের নির্মাণ সংস্থার নাম ছিল দি ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ। ঠিকাদার থেকে পুঁজিপতি, পুঁজিপতি থেকে শিল্পপতিতে রূপান্তর তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত সমাজ ও অর্থনীতিতে এক বৈপ্লবিক ব্যাপার ও প্রক্রিয়া যা তাঁদের দূরদৃষ্টি ও সমাজচিন্তার উজ্জ্বল ফসল। শুধু ব্যবসায় কিংবা বাণিজ্যে তো কোনো দেশ ও জাতি বড় হতে পারে না, -চাই শিল্পকারখানা, যাতে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিও হবে, দূর হবে বেকারত্ব, দারিদ্র কমবে, আয় বাড়বে, বাজার সম্প্রসারিত ও অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। মরহুম আনসার উদ্দিন আহমেদ তাঁর গভীর উপলব্ধি দিয়ে এই সত্যটি বুঝতে পেরেছিলেন সেই সময়ে যখন বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ ছিলো শিক্ষায় অনগ্রসর ও চেতনায় পশ্চাদমুখী।

আনসার উদ্দিন আহমেদ উপরিলিখিত চিন্তার সফল বাস্তবায়নে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'রাজহাঁস' প্রতিষ্ঠানের পিসিআই গ্রুপ এবং এর পণ্যসম্ভার আজকের দিনে এ দেশের নবীন শিল্পোদ্যোক্তাদের আদর্শ হতে পারে, -কি সহমর্মিতায়, কি পুঁজি গঠনে, কি শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'রাজহাঁস' অংকিত তৈজস ও মূৎ সামগ্রী শুধু স্বদেশে নয়, এশিয়া এমনকি ইউরোপের বাজারেও সমাদৃত ও বাণিজ্যিক অঙ্গনে বিদেশে বাংলাদেশের দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ। (কেননা আজকাল একটি পণ্য শুধুমাত্র পণ্য হিসেবে বিচার্য নয়, তা দেশের মান ও রুচির প্রতীক, প্রচারক, ধারক ও বাহকও বটে)। পিসিআই একাধারে আমদানি বিকল্পক ও রপ্তানিমুখী, ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়কারী ও উপার্জনসফল প্রতিষ্ঠান। আজ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিসিআই-পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। বিজয়পুরের চীনা মাটি-নির্ভর বাংলাদেশের পিসিআই বিজয়ী ও গৌরবদীপ্ত। বাঙ্গালী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপক আধুনিকতার উত্তরণে পিসিআই তথা আনসার উদ্দিন আহমেদ-এর অবদান ঐতিহাসিকভাবে অনস্বীকার্য।

সমাজকর্ম

আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ কেবল সফল ও সৃজনী শিল্পপতি কিংবা পুঁজিবিনিয়োগকারী শুধু নন, একজন আদর্শ সমাজসেবকও বটে। তিনি ছিলেন দেশের সর্বপ্রাচীন প্রবাসী জেলাবাসীর কল্যাণ সংগঠন নোয়াখালী সমিতির আজীবন সদস্য, মাসিক লক্ষ্মীপুর বার্তার পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশ প্রকৌশল সমিতির সদস্য, ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির সদস্য এবং বাংলাদেশ সরকারের শিল্প উপদেষ্টা কমিটিরও সদস্য ছিলেন। তিনি পল্লীতে শিক্ষা প্রসারে অনবদ্য অবদান রেখেছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। উদার বিজ্ঞাপন নীতির মাধ্যমে পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা, সাংবাদিকতা ও সাহিত্য সংস্কৃতির সেবাও করছেন অকৃপণভাবে। বানিজ্য উপলক্ষে তিনি ভারত, চীন, জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন এবং অগ্রসরমান বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও শিল্পোন্নয়ন অবলোকন ও অনুধাবন করেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দ্রুত অগ্রগতির পাশাপাশি আমাদের দেশের পশ্চাৎমুখীতা তাঁকে খুব ব্যাখিত করতো। এর বাস্তব কারণ নির্ণয় তাঁর পক্ষে খুব কঠিন ছিলোনা। একদিন বেশ বিরক্ত, হতাশা ও বেদনার্ত কণ্ঠে তিনি আমায় বলেছিলেন দ্যাখো, জাপানীরা কি কর্মঠ ও পরিশ্রমী, ভারতীয়রা এত সমস্যার মধ্যেও অল্প অল্প করে স্বনির্ভর হচ্ছে, -আর আমরা বাঙ্গালীরা মিছিল- মিটিং করছি, অকারণ সময় অপচয় করছি। অকাল কুশ্মান্ত ও উৎপাদন ব্যাহতকারী রাজনীতিকদের প্রতি প্রগাঢ় বিরক্তি ছিলো তাঁর।

আধ্যাত্মিকর্ম :

শিল্পপতি ও সমাজসেবক আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ ধর্ম ও আধ্যাত্ম বিষয়ে ছিলেন ধ্যানী সাধক। ধর্ম বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিলো সর্বজনবিদিত। বিরল গুণের অধিকারী আনসার উদ্দিন সাহেব ছিলেন ঢাকার শাহজাহানপুরস্থ খানকায় চিশতিয়া নিজামিয়া ফখরিয়ার গদ্দীনসীন পীর। তাঁর মুরশিদ নওয়াবপুরের পীর সাহেব মরহুম ইয়াকুম হাসান। ১৯৮২ সালে তিনি ভারতের দিল্লীর পীর জামিন নিজামী সৈয়দ বোখারী নশীন দরগাহ্ হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া এর খেলাফত লাভ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে সমন্বিত হয়েছে অর্থনৈতিক উদ্যোক্তা ও আধ্যাত্মিক সাধকের বিরল ও ব্যতিক্রমী ভূমিকা ও অঙ্গিকার। ধর্নাঢ্য ব্যক্তির স্রষ্টার নিকট নিজেকে সমর্পন এক কঠিন ও দুরহু কর্ম যা অসাধারণ ও ষড়রিপু জয়ী মানুষের পক্ষেই কেবল সম্ভব। এই দ্বৈতসত্ত্বার গুণে তিনি সাধন করেছেন একাধারে মানবের পরকালীন মঙ্গল ও ইহকালীন সেবা, মানুষের জৈবিক ক্ষুধা নিবারনের ও হৃদয়াত্মার চাহিদা পূরণে ও জিজ্ঞাসার সুরাহায়। “একাধারে বিশিষ্ট শিল্পপতি ও পরিপূর্ণ আধ্যাত্মধর্মজ্ঞানসম্পন্ন গদ্দীনসীন পীর” এমন আলোকিত নজীর সম্ভবতঃ বাংলাদেশে অদ্বিতীয়। তাঁর চরিত্রের এই বিশাল গুণ অর্জন ও ব্যক্তিগতভাবে পালন করা খুবই দুঃসাধ্য বিষয় সর্বসাধারণের জন্যে। কিন্তু তিনি সাধারণ ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রকৃত আল্লাহর সেবক ও রসুলুল্লাহর অনুসারী। আমাদের রসুলুল্লাহ্ বণিক ও ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সমস্ত ধন সম্পদের মালিক আল্লাহুতায়াল্লা। ধন তো মানুষ, দেশ ও বিশ্ব সেবার জন্য। তিনি সস্ত্রীক মক্কা ও মদিনা শহর জেয়ারত করে পবিত্র হজ্জ্বত পালন করেন এবং ইসলামের পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থানগুলো পরিদর্শন করে আধ্যাত্মিকভাবে পরিভূণ্ড ও আলোকিত হন। তিনি ভারতের আধ্যাত্ম শহর আজমীরের খাজা বাবা মঈনুদ্দিন চিশতী ও রাজধানী দিল্লীর উপকণ্ঠে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাহ্ মোবারক জেয়ারত করেন। তিনি স্বল্পাহারী ছিলেন, অপচয় অপছন্দ করতেন। তাঁর জীবনের দর্শন ছিলো সরল জীবন যাপণ ও উৎকর্ষ চিন্তা। আমাদের মতো গরীব ও অঙ্ক সমাজ পরিবেশে অপচয়কারী ও বিলাসভোগী বিভ্রান্ত নব্য কোটিপতিদের উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য জনাব আনসার উদ্দিন সাহেব-এর যাপিত জীবন এক উজ্জ্বল আদর্শ হতে পারে নিঃসন্দেহে।

দেশমাতার অমৃত সন্তান আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ ৩০ শ্রাবণ ১৪১২বাং, ১৪ আগস্ট ২০০৫ইং সন রবিবার বিকেল ৫ টায় বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইস্তেকাল করেন। পরদিন সোমবার মগবাজার ও টঙ্গী পিসিআই প্রাঙ্গনে নামায়ে জানাজার পর তাঁর কর্মতীর্থ বিশ্ব এস্তেমার শহর তুরাগ তীরস্থ টঙ্গীর স্বীয় ভূমিতে সমাধিত হন বিকেল ৫ টায়। তখন সূর্য অস্তাচলগামী।

আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ

জন্ম : ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ সন ইং

পিতা : হাজী তারিকউল্লা মূধা

মাতা : আনোয়ারা বেগম

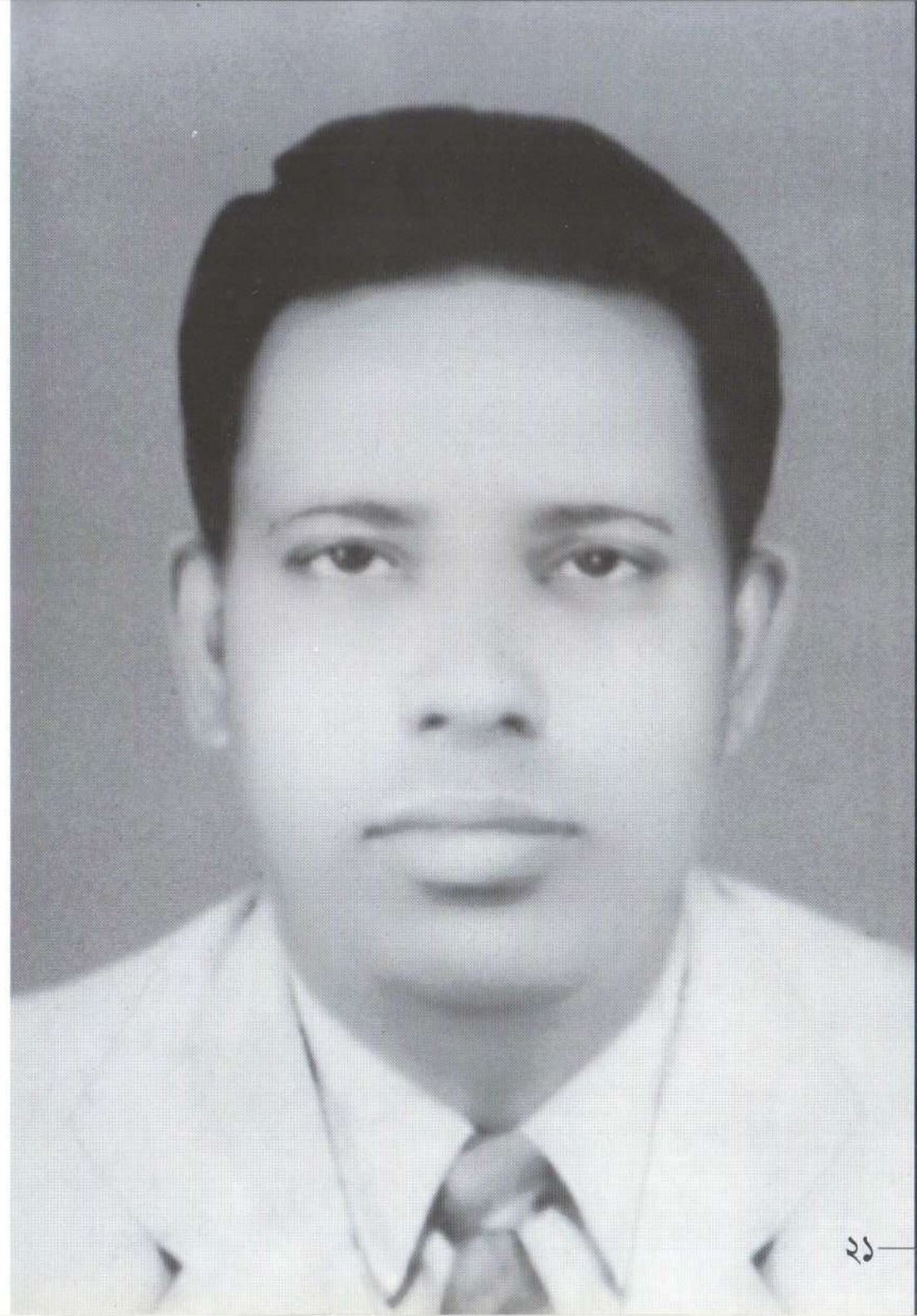
তাঁর তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা

পুত্র : লুৎফর রহমান, নাসিরুদ্দিন আহমদ ও

হেলাল উদ্দিন আহমদ

কন্যা : আনোয়ারুন নাহার, মেহেরুন নেসা

লায়লা আহমদ, লতিফা আহমদ ও সায়রা আহমদ





এক স্বপ্নদ্রষ্টার প্রয়াণ

মোহাম্মদ মাকছুদুর রহমান

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশের সিরামিক শিল্পের জনক, কিংবদন্তিতুল্য বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ আর আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। গত ১৪ আগস্ট রবিবার বিকেল ৫টায় বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি--- রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তাঁর জীবনাবসানে জাতীয় জীবনে বিশাল ক্ষতি সাধিত হলো। জাতি হারালো এমন একজন পথ প্রদর্শককে যিনি তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের প্রতিটি ক্ষণ অতিবাহিত করেছেন দেশ ও মানুষের কল্যাণ ভাবনায়। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ বছর ছয়েক আগে স্ট্রোকজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লেও কর্মপাগল আত্মপ্রত্যয়ী দৃঢ় মনোবলের অধিকারী অক্লান্ত পরিশ্রমী এই মানুষটি প্রতিমাসে কমপক্ষে ৫-৭ দিন অন্তত অফিস করতেন। কর্মদ্যোগী ও ধর্মজ্ঞানসমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী আনসার উদ্দিন আহমেদ অনেকের কাছেই ছিলেন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৯২২ সালে আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ লক্ষ্মীপুর জেলা সদরের দিঘলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রচণ্ড সংগ্রামমুখর জীবনের অধিকারী ছিলেন তিনি। মেধা, প্রজ্ঞা, অধ্যবসায় ও অপারিসীম পরিশ্রমের বদৌলতে তিনি দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজের সুদৃঢ় আসন করে নিতে সক্ষম হন।

গ্রামের স্কুল থেকে মেট্রিক পাসের পর তিনি ঢাকায় এসে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে কিছুদিন সরকারী চাকরি করেন। এ সময় তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব দান করেন। একসময় সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন ঠিকাদারি ব্যবসা করেন। ষাটের দশকের প্রথম দিকে সুদূরপ্রসারী চিন্তাচেতনার অধিকারী আনসার উদ্দিন আহমেদ নিজের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও উদ্যোগে কতিপয় বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেন পিপলস্ সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তিনিই সর্বপ্রথম সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন বলে তাঁকে সিরামিক শিল্পের জনক বলা হয়। ঢাকা-গাজীপুর রোডের বাম পাশে টঙ্গী শিল্প এলাকায় বিশাল এলাকাজুড়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পিপলস্ সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ তাঁরই স্মৃতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করার পর আনসার উদ্দিন আহমেদ দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম আর নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনার মধ্যদিয়ে এটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন। নানামুখী প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি পেছনে না তাকিয়ে সামনে অগ্রসর হন দৃঢ় মনোবল নিয়ে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে এ কারখানায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করে তিনি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নে বিপুল অবদান রাখেন।

পিপলস্ সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ '৮০-র দশকে গাজীপুরে মালেকের বাড়ী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ আরেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। দুটো প্রতিষ্ঠানেরই তিনি আমৃত্যু চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান দুটিতে বর্তমানে কয়েক হাজার শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তা কাজ করে যাচ্ছেন। হাজার হাজার পরিবারের জীবন-জীবিকা জড়িত রয়েছে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের সাথে।

এক অভূতপূর্ব জীবনাচরণের অধিকারী ছিলেন আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ। প্রশাসনিক দক্ষতা, নব নব চিন্তাধারার কারণে এককালের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার থেকে দেশের শীর্ষস্থানীয় সফল শিল্পপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের গৌরব অর্জন করেন তিনি। দেশের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম ও স্বতন্ত্র ভাবমূর্তির অধিকারী। তিনি প্রচণ্ডভাবে ধর্মানুরাগী ছিলেন। নিয়মিত ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি পীরের বাইয়াতপ্রাপ্ত আনসার উদ্দিন আহমেদ নিয়মিত আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত থাকতেন। সাপ্তাহিক ধর্মীয় জলসায় তাঁর ওয়াজ-নছিয়ত, জিকির-আজগার দেখে শুনে বোঝা যেত না যে এই লোকটিই শিল্পপতি আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ। তাঁর সারগর্ভ কথামালা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতো। শাহজাহানপুরে অবস্থিত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্কুলের সামনে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল সংলগ্ন উত্তর পাশের বিল্ডিংয়ে একসময় নিয়মিত সাপ্তাহিক মাহ্‌ফিল হতো। তিনি সেই মাহ্‌ফিলের মধ্যমণি ছিলেন। তাঁর অনুরাগী হিসেবে আমি কয়েকদিন গিয়েছি সেখানে। অনেক মহতি গুণের অধিকারী আনসার সাহেবের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট ছিলো তাহলো একজন বড় শিল্পপতি হিসেবে তাঁর মধ্যে কোনো সময় তথাকথিত বড়লোকি চাল-চলন বা আচার-আচরণ পরিলক্ষিত হতো না। তিনি ছিলেন একেবারেই নিরহংকারী একজন সরল মানুষ।

আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ তাঁর নিজ গ্রামে দিঘলী হাই স্কুল, দিঘলী দাখিল মাদ্রাসা ও দিঘলী বাজার মসজিদ প্রতিষ্ঠার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করে সমাজসেবায় বিশেষ অবদান রাখেন। আমাদের সমাজে অনেক মানুষই আছেন যারা দ্বিমুখী স্বভাবের, কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। কথায় ও কাজে গরমিল তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, সৎ ও বড় মাপের মানুষ। স্বভাবের দ্বিমুখীতাকে তিনি নৈতিকতার স্বলন বলে মনে করতেন। এজন্যে উচিত কথাটি তিনি যেকোনো লোকের মুখের ওপর বলে দিতে কুণ্ঠিত হতেন না।

তিনি ব্যবসা উপলক্ষে সরকারি ও ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেন। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, হল্যান্ড, সৌদি আরব, ইরাক ইরান, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, হংকং, জাপান, চীন ও জার্মানি সহ বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তিনি দেশ ও জাতির প্রতি যে অবদান রেখেছেন, তার স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকায় বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা সমিতি ১৯৯৪ সালে তাঁকে শিল্প পদকে ভূষিত করেছে। সরকারীভাবে তিনি সিআইপিও মনোনীত হন। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন ৩ পুত্র ও ৫ কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। শিল্প ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার পাশাপাশি তিনি অন্যান্য ব্যবসার সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। মতিঝিলে আনসার চেম্বারের স্বত্বাধিকারী আনসার উদ্দিন আহমেদ কেবল দেশের নয়, বরং চলমান বিশ্বরাজনীতি, সমাজ, সভ্যতা ও শিক্ষা সম্পর্কে ছিলেন একান্তভাবে সচেতন। বাইরে থেকে তাঁর জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ করার কোনো উপায় ছিল না।

কর্মজীবনে দীর্ঘ এক যুগ তাঁর সংস্পর্শে থাকার সুবাদে একজন শিল্প-ব্যক্তিত্ব ছাড়াও তাঁর নানামুখী জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত হয়েছিলাম। তাঁর অন্তরে ছিল প্রগাঢ় আল্লাহ-রাসুল (দঃ)-এর প্রতি প্রেম। বহু গ্রন্থ প্রণেতা মওলানা আমিনুল ইসলাম সম্পাদিত 'আল-বালাগ' শীর্ষক ধর্মীয় একটি মাসিক পত্রিকাকে নিয়মিত আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। অনেক গরিব, অনাথ, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়ার খরচের যোগান দিতেন তিনি। তা ছাড়া কন্যা দায়গ্রন্থদের সাহায্য করতেন। আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদের বড় গুণ ছিল আত্মীয়স্বজনের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা। শুধু নিকট আত্মীয়ই শুধু নয়, বহু দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনকেও তিনি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অনাথ দ্বীনি দুঃস্থদের প্রতি তিনি ছিলেন সংবেদনশীল। নিজ জেলার লোকজনের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা। তাই বলে অন্য জেলার লোকজনের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না।

আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ অনেক মানুষেরই জীবনের সার্বিক দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ নিবন্ধকারকে তিনি মতিঝিলের প্রধান কার্যালয়ে চাকুরী দিয়ে ঢাকার পথ-ঘাট চেনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে তাঁর নিরহংকার সরল সাদাসিধে জীবন যাপন আর ঐতিহ্যানুসারী মনমানসিকতা সম্পর্কে আমার সবিশেষ ধারণা ছিল না। '৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে লোক মারফত খবর পেলাম, তিনি আমাকে তাঁর সাথে দেখা করতে বলেছেন। কিছুটা বিস্মিত হলেও পুরোপুরি অবাক হলাম না, এজন্য যে তিনি ছিলেন আমার পিতার ফুফাত বোনের সুযোগ্য সন্তান। আর তিনি কীভাবে যেন জানতে পেরেছিলেন আমার ভবঘুরে জীবনে একটি চাকুরীর খুবই প্রয়োজন।

যথারীতি একদিন সকালে মগবাজারের তাঁর বাসায় হাজির হলাম। লোক মারফত খবর পৌঁছালাম ওপরে। কিছুক্ষণ পর জনাব আনসার উদ্দিন আহমেদ নিচে নেমে এলেন। পরিচয় জানার পর জিজ্ঞাসা করলেন, মামা (আমার পিতা) কেমন আছেন? এরপর তাঁর মার নানাবাড়ির খোঁজ-খবর নেবার পর তাঁর নিজের নানাবাড়ি দেওয়ানজিবাড়ি, খেজুরতলীতে ভগ্নিপতিদের বাড়ি, ভুঁইয়াবাড়ির সবার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি যারপরনাই তাজ্জব হয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম; কারণ আজকাল সাধারণ মানুষও তাদের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনতো দূরের কথা, নিকটাত্মীয়দের খবর পর্যন্ত তেমন একটা নিতে চায় না; সেখানে তাঁর মতো একজন শিল্পপতি একে একে সবার খোঁজ-খবর নিলেন। তারপর আমাকে অপেক্ষা করতে বলে ওপরে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পর চা-নাস্তা এল। সামান্য কিছু খেলাম। স্বল্প সময়ের মধ্যে অফিসে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গাড়িতে ওঠবার আগে আমাকে তাঁর গাড়িতে উঠতে ইশারা করলেন। যথারীতি গাড়িতে উঠে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি এসে থামালো মতিঝিল হেড অফিসের সামনে। অফিসে উঠে অফিসিয়াল কিছু জরুরি কাজ সেয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে টঙ্গী থেকে এলেন তার চাচাতো ভাই মনির সাহেব। কিছু কথাবার্তা বললেন তার সাথে। তারপর আমাকে দেখিয়ে আমার চাকুরীর বিষয়ে বললেন। সম্ভবত নিকট আত্মীয়দের নিজ কারখানায় চাকুরী প্রদান মনির সাহেবের মনপূত ছিলোনা। তিনি না বললেন। রাশভারী প্রকৃতির বিশালদেহী আনসার উদ্দিন আহমেদ তাকে বললেন- 'ইজা আঁর মার দিগের আত্মীয়'। উল্লেখ্য, তিনি অফিসে প্রায়শই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন, আবার বিদেশীদের সাথে বলতেন সাবলীল ইংরেজিতে। আমার যোগ্যতা, মেধা এমনটি একাডেমিক শিক্ষা কোনো কিছুই যাচাই-বাছাই না করে চাকুরী দিলেন মার্কেটিং বিভাগে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে। তৎকালীন জিএম সাহেব ছিলেন একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ। তিনি এমডি সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, স্যার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে তো! এমডি সাহেব প্রতিউত্তরে জিএম সাহেবকে বললেন, আমার অভিজ্ঞতা আপনার চাইতে অনেক বেশি। শুধু পারবে না, ভালোই পারবে। আমি জিএম (জিএমকে পরে কন্ট্রোলার ও চিফ কন্ট্রোলারও বলা হতো) সাহেবের সাথে গিয়ে কাজে যোগ দিলাম। বিকেলে আমায় ডাকলেন তাঁর খাস কামরায়। গিয়ে দেখি একা বসে কী একটা কাগজে চোখ বুলাচ্ছেন। আমাকে ইশারায় বসতে বললেন। খানিকক্ষণ পর আমার দিকে ফিরে বললেন শোন্, -মার্কেটিংয়ের কাজ খুবই কঠিন, চেষ্টা এবং সাধনা থাকলেই কেবল সফল হবি। বললেন, তুই আঁর মায়ের দিগের আত্মীয়। অনেক টাকা-পয়সা হ্যান্ডেল করতে হবে। কখনো লোভ করবি না। লোভ করলে জীবনে বড় হতে পারবি না। আরো বললেন আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি, চাকরি বাঁচানোর দায়িত্ব তোর, মনে রাখিস।

এরপর এক যুগেরও অধিক সময় তাঁর সংস্পর্শে থেকে তাঁর হিতোপদেশ মনে রেখে সততার সাথে কাজ করেছি। তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছুই জেনেছি। প্রতিনিয়ত তাঁর বিপুল জ্ঞান ভান্ডার অল্প অল্প করে আবিষ্কার করেছি। প্রাত্যাহিক জীবনে অনেক জিজ্ঞাসারই উত্তর তাঁর কাছ থেকে জেনেছি। দীর্ঘকাল তাঁকে জানা ও শোনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক ঋদ্ধ হয়েছি। সেজন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। আমি জানি এক জীবনে অন্তত তাঁর ঋণ কোন অবস্থাতেই শোধ হবার নয়।

একবার আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে পারিবারিকভাবে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলাম। বিষয়টি শোনার পর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, এ মুহূর্তে কাজটা করা ঠিক হবে না, তোর বাবাকে আমার কথা বলে নিষেধ করে দে। পারিবারিকভাবে পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের কারণে আমাকে তাঁর নিষেধ উপেক্ষা করতে হয়েছিল। তার ফল আমার জন্য শুভ হলো না। কিছুদিন যেতে না যেতেই আমার জীবনে বিপর্যয় দেখা দিল। কোনভাবে তিনি সবকিছু জানলেন। তারপর আমাকে ডেকে বেশ বকাঝকা করলেন। সবশেষে বললেন, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ। সাবধানে চলাফেরা করিস। তাঁর সেই বকাঝকাগুলো ছিল আমার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয় পরবর্তীকালে। একবার ওই বিষয়ে একজন সরকারী প্রভাবশালী আমলা আনসার উদ্দিন সাহেবকে ভীষণভাবে অনুরোধ করেছিলেন বিষয়টি সম্ভবপর করে তোলার জন্য। তিনি সেই আমলাকে সাফ জানিয়ে দিলেন যে এটা কোনো মতেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া পারিবারিক বিষয়ে তিনি আমাকে কিছু বলতে নারাজ। পরে সামাজিকভাবে বিষয়টি মিটে যায়। কর্মস্থলে শুধু এমডি হিসেবে নয়, একজন সৎ পরামর্শক এবং দায়িত্ববান অভিভাবক হিসেবেও তাঁকে আমি অপারিসীম শ্রদ্ধা করতাম।

একটি বিশেষ ঘটনা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, দীর্ঘ চাকুরীজীবনে কোন একবার প্রতারকের খপ্পরে পড়ে কোম্পানির ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা খোয়া যায় আমার কাছ থেকে, ইমামগঞ্জ সিটি ব্যাংক শাখায়। মিটফোর্ডের কোম্পানী এজেন্টদের কাছ থেকে চেক, পে-অর্ডার ছাড়াও অনেক সময় অফিসের প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্যাশ টাকা বহন করে অফিসে নিয়ে আসতে হতো। ওই দিন আমার কাছে ১০০ টাকার নোট বেশি থাকার কারণে ব্যাংক কাউন্টারে ১০০ টাকার নোট বদলিয়ে ৫০০ টাকার নোট করার সময় এ বিপত্তি ঘটে। বিন্দুমাত্রও আঁচ করতে পারিনি কীভাবে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা কম দিয়ে প্রতারকচক্র কেটে পড়েছিল। সাথে সাথে ছুটে গেলাম ইমামগঞ্জ সিটি ব্যাংকে, ফলাফল দাঁড়াল শূন্য। এ ঘটনার পর অনেকেরই ধারণা ছিল যে, আমার চাকুরী আর থাকবে না। আমি পুরো ঘটনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অফিসিয়াল সিস্টেম মোতাবেক ভাউচার করে বিশ হাজার টাকা তাৎক্ষণিক আমার নামে দেখানো হলো। এ ঘটনার পর আমি অপারগতা প্রকাশ করলাম ক্যাশ টাকা বহন করতে। কারণ আরো বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারতো। কিন্তু এ ঘটনায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো না। আমি নিজে থেকে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলাম খোয়া যাওয়া টাকা প্রতি মাসে আমার বেতন থেকে কেটে নেয়ার জন্য। মাস দু'য়েক পর এমডি সাহেব আমাকে বললেন ৫০% মানে দশ হাজার টাকা মওকুফ চেয়ে তাঁর বরাবরে আবেদন করার জন্য। আমি বিনয়ের সাথে তাঁকে জানালাম খোয়া যাওয়া পুরো টাকা আমার বেতন থেকে কেটে দেয়ার সিদ্ধান্ত। তিনি আমাকে খুব শাসালেন এবং বললেন, ব্যাংক কাউন্টারের বাইরে টাকা আদান-প্রদানের মতো বোকামী করে আবার রাগ দেখাছ, সব টাকা লই গেলে কী করতি? উল্লেখ্য, সেদিন আমার কাছে কোম্পানির কয়েক লাখ টাকা ক্যাশ ছিল। তারপর বললেন, তিনি ঠিকাদারি ব্যবসা করার সময় তাঁর জীবনেও একবার এরকম ঘটনা ঘটেছিলো। পাকিস্তান পিরিয়ডে কোন একদিন ব্যাংকের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে চেক জমা দিয়ে টাকা নিচ্ছিলেন, আর ব্রিফকেইস রেখেছিলেন নিচে দুই পায়ের মাঝখানে। কাউন্টার থেকে টাকা বুঝে নেওয়া পর দেখলেন ব্রিফকেইস নেই। সেই থেকে সাবধান। তারপর থেকে আমি আজ অবধি এরকম ঘটনার আর শিকার হইনি,- শুধু তাঁর সাবধান বানী মনে রেখেছি বলে। তিনি প্রায় সময়ই বলতেন, এ দুনিয়া বড় কঠিন একটা জায়গা, এখানে মানুষ খুবই ভালো আবার এই মানুষই অসম্ভব বেঈমান, যা ধারণারও অতীত। তিনি বলতেন, মানুষকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু সবসময় নিজেকে সচেতনও থাকতে হবে।

১৯৯৩ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর আমার লেখা ও সম্পাদিত “মওলানা মুস্তাফীজুর রহমান জীবন ও সাহিত্য” গ্রন্থখানা প্রকাশিত হবার পর একদিন তাঁকে একখানা বই সৌজন্যে প্রদান করার পর সাহিত্য সংস্কৃতির জগৎ সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ও গভীর ধারণা দেখে আমি যারপরনাই বিস্মিত হয়েছি।

বইখানা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন এবং বললেন, তথ্য সংগ্রহ করে জীবনীগ্রন্থ রচনা করা কঠিন কাজ। তাছাড়া জীবনীগ্রন্থ সাধারণ লোকজন কম পড়ে। অনুসন্ধিৎসু লেখক-গবেষক-সাহিত্যিক ছাড়া কিছু কিছু পাঠাগারেও সংগ্রহ করে থাকে। এরপর তিনি আমাকে জানালেন, পঞ্চাশের দশকে তিনি বহুবার মওলানা মুস্তাফীজুর রহমান সাহেবকে (১৯১৫-১৯৬০) দেখেছেন, মওলানা সাহেবের সাথে তাঁর জানাশোনা ছিল। তিনি মরহুম মওলানার পারিবারের অন্যান্যদের খোঁজখবরও নিলেন। প্রসঙ্গক্রমে আরো বললেন, কবি সুফিয়া কামালের স্বামী কামাল উদ্দিন সাহেব পিপলস সিরামিকে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন, সাংবাদিক-সাহিত্যিক সানাউল্লাহ নূরীসহ আরো অনেকের কথাও বললেন যাঁদের সঙ্গে তাঁর প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো।

কর্মজীবনে একসময় আমার কর্মস্থলের কেউ কেউ নানাভাবে বলাবলি করতেন, আমি নাকি অফিসের কাজের চেয়ে সাহিত্যের প্রতি বেশি উৎসাহী। এসব কথাবার্তা নানাভাবে চালাচালি হতো। শেষ অবধি এসব কথাবার্তা তাঁর কানেও যেতে থাকল। তিনি আমাকে মাঝেমধ্যেই বলতেন, কাজেকর্মে আরো বেশি মনোযোগী হও। '৯৯ সালের জানুয়ারীর দিকে নিজে কিছু একটা করব মনস্থির করে চাকুরীতে ইস্তফা দেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই। নিয়ম মোতাবেক তিন মাস আগে চাকুরী থেকে অব্যাহতিদানের জন্য আবেদন করি। তিনি আমাকে ডেকে আবারও ভীষণ বকাঝকা করলেন। জীবনের রুঢ় বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে বললেন, ভুল করলে পরে পস্তাতে হবে। আমি সবিনয়ে তাঁর দোয়া চেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অব্যাহতিলাভের প্রত্যাশায় অনড় রইলাম। বললেন, অন্য কোনো সিরামিক কোম্পানিতে যোগদান করবি নাকি শুনেছি, আসলে কী? বললাম, একটা সাময়িকপত্র মানে মাসিক একটা কাগজ বের করব বলে চিন্তাভাবনা করেছি। শুনে আরো দ্বিগুণ বেগে তিনি রেগে উঠলেন। বললেন, তোর কাছে কত কোটি টাকা আছে, আকাশ কুসুম কল্পনা বাদ দে বেড়া। কাগজ বের করা এবং টিকিয়ে রাখা সহজ কাজ নয়। আমি নাছোড়বান্দা। বারবার তাঁর দোয়া চাইলাম আর অব্যাহতিদানের জন্য অনুনয়-বিনয় করলাম। তারপর একদিন বাসায় গিয়ে আরো কিছু কথাবার্তা বললাম। বিদায় নেয়ার সময় বললেন, যদি কখনো প্রয়োজন মনে করছ, তাইলে আইছ। চাকুরী জীবনে বাড়তি কোনো সুযোগ-সুবিধা না পেলেও অর্থাৎ অন্য দশজনের মতো চাকরি করলেও অফিসের কাজকর্মে সর্বদা তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি, যা সত্যিই ভোলার মতো নয়। শুনেছি, আমার রিজাইন লেটার তিনি নাকি একসেপ্ট না করে ডিএমডি সাহেবকে একসেপ্ট করতে বলেছিলেন। তখন উপ-মহাব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন তাঁরই সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ সন্তান জনাব লুৎফুর রহমান সেলিম। সেলিম সাহেব কথাবার্তায় আচরনে পিতার মতই অমায়িক ভদ্রলোক। এপ্রিল '৯৯ তে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে মাসিক কাগজটি নিয়মিত প্রকাশ করা শুরু করি।

সেই থেকে তাঁর সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিলোনা বললেই চলে। হঠাৎই একদিন শুনলাম, আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ স্ট্রোকজনিত কারণে অসুস্থ। শোনার পর তাঁকে দেখতে বাসায় গেলাম, দেখা করার এক পর্যায়ে তাঁর সুস্থতা কামনায় দেশের শীর্ষস্থানীয় একজন মওলানা সাহেবের নাম উল্লেখ করে তাকে দিয়ে দোয়া করানোর কথা বললাম। তিনি বললেন, দোয়াটোয়া করানোর দরকান নেই, ওই মওলানা রাজনীতি করে। তোরা দোয়া করিছ আর সবাইকে আমার জন্য দোয়া করতে বলিছ। কারণ তিনি ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করে দেখতেন। কর্মব্যস্ততার কারণে তাঁকে দেখতে আমার আর যাওয়া হয়নি। তবে প্রায়ই খবর নিতাম। সত্যিকার অর্থে তাঁর জীবনদর্শই আমার চলার পথের পাথের হয়ে আছে এবং আজও যে এরকম একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় লেগে আছি আরো ভালো কিছুর প্রত্যাশায় - সেই প্রেরণার মূলেও তিনিই।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলো আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদের। এতো বিচিত্র ও বহুমুখী ধারণা সম্পন্ন মানুষ সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। নানা রকম মানুষের মেলবন্ধন ছিলো তাঁর সাথে। এ দেশের বহু নামীদামি রাজনীতিবিদ তাঁর কাছে আসতেন, তিনি তাদের পরম বন্ধুর মতো আপ্যায়ন করতেন।

মাঝে মাঝে তাদেরকে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। তাঁর মুখেই শুনেছি, আমাদের মহান স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে বলেছিলেন নিজের এলাকায় গিয়ে নির্বাচন করার জন্য। কিন্তু সেই ছাত্রাবস্থার তুখোড় রাজনৈতিক নেতা চিরকাল রাজনীতি সচেতন কিন্তু আপাত বিমূখ তিনি দেশের সমসাময়িক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করে স্বসম্মানে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ অলি আহমেদ, আলহাজ জমির আলী, ডাঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী, মরহুম কমরেড তোহা সহ দেশের অনেক প্রবীণ রাজনীতিবিদের সাথে তাঁর অপারিসীম সখ্যতা ছিল।

সুদীর্ঘ কর্মময় বর্ণিল জীবনে অনেক চরাই-উৎরাই পার হয়ে তিনি সাফল্যের চূড়ায় উঠতে পেরেছিলেন তাঁর একাগ্র ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। ছোট্ট অখ্যাত দীঘলির প্রায় কপর্দকশূণ্য একজন অতি সাধারণ যে অনন্য সাধারণে পরিণত হতে পারলেন সেই গল্পের চিত্রনাট্যকার তিনি নিজেই। গল্পকেও হার মানানো বাস্তবতায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন পিপল্‌স সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এবং স্ট্যাণ্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ। আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাত এই প্রতিষ্ঠান দুটিকে আজকের পর্যায়ে আনতে তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অনেক প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়েছে। অপারিসীম মেধা, প্রজ্ঞা আর বিচক্ষণতা কারণেই তিনি আপাত সাধারণ অবস্থা থেকে আজকের অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। অত্যন্ত প্রখর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এই মানুষটি কখনো থেমে থাকেন নি। দীর্ঘ জীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন, নিরলস পরিশ্রম করেছেন আর কখনো কোনো অবস্থাতেই তিনি হতাশ হননি, মনোবল হারাননি। যেকোন বন্ধুর পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মতো দুর্লভ গুণাবলী ছিলো তাঁর সহজাত। অসাধারণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও তেজোদীপ্ত এ মানুষটি জীবনে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করেননি। এটা তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের পক্ষেই কেবল সম্ভব হয়েছে।

আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমদের মতো বিশাল মানুষের জীবনাবসানে দেশ ও জাতির যে অপারিসীম ক্ষতি হলো সেই ক্ষতি সহজে পূরণ হবার নয়। কে জানে আমাদের এই অভাগা দেশে কবে, কখন, কোথায়, কীভাবে পুনরায় তাঁর মতো একটি বিশাল বটবৃক্ষের অভ্যুদয় হবে, যার ছায়াতলে পরম নির্ভরতায় ঠাঁই নেবে অগণিত মানুষ, খুঁজে পাবে তাদের নিশ্চিত আশ্রয়। আসুন, আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

মাসিক সত্য প্রবাহ
আগস্ট, ২০০৫ ইং



১৯৬৫ সালে পিপলস্ সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (প্রাক্তন পাকিস্তান সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ) এর ফ্যাক্টরীর প্রবেশ পথ



অকৃত্রিম বন্ধু আনসার উদ্দিন

এম. মকসেদ আলী

ডিরেক্টর অপারেশন, পিসিআই

তাঁর সাথে আমার দেখা হয় আমি যখন থার্ড ইয়ারে উঠি। সেটা ১৯৪৬ সনের কথা। রাজশাহী পলিটেকনিক থেকে সেকেন্ড ইয়ারে পাশ করে ঢাকায় আসি ট্রান্সফার নিয়ে। ঢাকায় ওটাই আমার প্রথম আসা। এজন্যে আমি ঢাকার কোন কিছুই চিনতাম না। আহসানুল্লাহ হলের মেইন হোস্টেলে যিনি আমাকে রিসিভ করেন তিনিই আনসার উদ্দিন। সেই প্রথম দেখা। সেই দিন থেকে তাঁর মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। সুখে দুঃখে পরস্পরের থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হইনি। এখন তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উপলব্ধি করছি যে আমার জীবনের প্রায় পুরোটাই জুড়ে আছে সে। তাঁর প্রসঙ্গে আমার কোন স্মৃতি আলাদা করে থাকবার কোন অবকাশ আর থাকেনা। স্মৃতি হতে পারে হটাৎ কোন কিছু বা কাউকে দেখার সুখ কিংবা দুঃখের কোন বিষয়। তবুও আজ জীবন সায়াহ্নে এসে একাকী কিছু ভাবতে গেলেই সমস্ত ভাবনা একাকার হয়ে যায় আনসারে এসে। কি কারণে সেই প্রথম দিন থেকেই আনসার আমাকে আপন করে নিলো। তখন সে প্রভাবশালী একজন ছাত্রনেতা। আহসানুল্লাহ হলের মেইন হোস্টেলে সীট পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ছিলো তখন। কিন্তুও আনসার আমাকে তার পাশের রুমেই সীটের বন্দোবস্ত করে দিলো। ১৯৪৭ সনে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা হয়। তখনও সে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং অনেক বড় নেতা। মরহুম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিলো। সেই সময় আরো যাঁরা বড় বড় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন তাঁদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিলো। শেখ সাহেবের কাছে আমাকেও অনেকবার নিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে খুবই নিকট সম্পর্ক ছিলো। সেই সময় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নানা সমস্যা ও ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সরকারের সাথে ফাইট করতেন আনসার উদ্দিন। তাঁর একজন সহপাঠি ও অকৃত্রিম বন্ধু ছিলো নূরুল ইসলাম। আমি আসবার পর তিনজনই বন্ধু হলাম। সবসময় আমরা একত্রই থাকতাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে সম্পর্ক এমনই ছিলো যে কোন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় হয়তো ওর নিজের স্যাভেল ভালো না থাকলে আমাদের কারোটাই নিয়ে যেতো। তখন ব্রিটিশ আমল ছিলো বলে সেক্রেটারিয়েট ছিলো কলকাতায়। আর সে এখান থেকেই সব আন্দোলন পরিচালনা করতো। নেতৃত্বদানের সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রখর মর্যাদাবোধ ছিলো তার জন্মগত। তার তীক্ষ্ণ দী ও তুখোর যুক্তির কাছে সবাই বিনত থাকতো।

যখন আমরা ডিপ্লোমা পাশ করে একবছরের জন্যে ট্রেনিং কোর্স শুরু করলাম তখন পলাশী ব্যারাক হোস্টেলে উঠলাম তিনজন একত্রে। ওই সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রি কোর্স সবেমাত্র শুরু হয়েছে। প্রথম কোর্স। ডিগ্রি ক্লাসের ছেলেরাও থাকতো সেখানে। ডিপ্লোমার মোট ছয়জন ছাত্র ছিলাম আমরা ট্রেনিংএ। আত্মমর্যাদাবোধে টনটনে আনসার উদ্দিন সে সময় ডিগ্রি ক্লাসের ছাত্রদের কাছাকাছি স্ট্যাটাসের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। ততদিনে ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নতুন দেশ। সেক্রেটারিয়েট সবে চলে এসেছে ঢাকায়। তখন এদেশের সার্বিক অবকাঠামোগত অবস্থা খুব ভালো ছিলো না। বরং সবকিছুই অগোছালো ছিলো। বড় বড় অনেক সরকারী কর্মকর্তারাও থাকতেন ওই পলাশী ব্যারাকে। তখন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব প্রথমবার ঢাকায় এলেন। তাঁর সঙ্গেও আনসার উদ্দিন দেখা করেছেন আমাকে সাথে করে নিয়ে। আনসার উদ্দিনকে চিনতো সবাই। তিনিও চিনতেন। কারণ প্রশাসনকে তিনি খুবই বিরক্ত করতেন সবসময় বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে। কতক্ষণ আলাপ আলোচনার পর আদাব আদাব বলে উঠে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর প্রধানমন্ত্রী হলেন নূরুল আমিন সাহেব। তাঁর সময়ে আমাদের দাবী নিয়ে অনেক দেন-দরবারে ব্যাপারটার

সূরাহা হলো। তখন থেকেই সরকারী ভাবে গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন ধার্য হলো ১৫০ টাকা, আর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন ধার্য হলো ১২৫ টাকা। নানা রকম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এভাবেই তিনি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন রাষ্ট্রে ও সমাজে। অকুতোভয় এই লোকটির কাছে এদের ঋণের দায় অনেক।

নানা কারণে অল্প অল্প করে সরকারের রোষ তৈরী হচ্ছিলো ওঁর প্রতি। আন্দোলনের মাধ্যমে সবসময় সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রাখতো বলে সরকার ওঁকে একটা চাকুরী দিয়ে দিলো। অবশ্য এটাতে তাঁর কোন আগ্রহ ছিলোনা। সেই সময়ে উত্তরবঙ্গের একজন মন্ত্রী ছিলেন যার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো। তাঁর যে পি.এস ছিলো সে ভদ্রলোকও উত্তরবঙ্গের ছিলেন। যাইহোক, মন্ত্রীর কাছে গেলাম আনসার ভাই'র প্রসঙ্গে কথা বলার জন্যে। মন্ত্রী সাহেব বললেন “ওকে ওখান থেকে সরানো, ও খুবই গোলমাল করে।” একই সময়ে আমাকেও একটা চাকুরী দিয়ে দিলো। সৌভাগ্যক্রমে একই দিনে চাকুরীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলাম দু'জনেই। একইসাথে আমরা জয়েন করলাম চিটাগাং পোর্টে। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের স্টোর্স ইনচার্জ হিসাবে। আমাদেরকে বিশেষ করে আনসার উদ্দিনকে আন্দোলন, রাজনীতি ইত্যাদি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যেই সরকার একটা ব্যবস্থা নিলো। বছর খানেক চট্টগ্রামে থেকে দুই তিন মাসের জন্য তিনি নোয়াখালী পোষ্টিং নিয়ে চলে আসেন। তখনকার অস্থিতিশীল রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির কারণে পরিবারের কাছাকাছি থাকার জন্যে সম্ভবত তাঁর নোয়াখালী গিয়ে থাকা। অবশ্য মাস কয়েক পরে আবার তিনি চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। আমি তখনও ওখানেই। এরপর চট্টগ্রামে কিছুদিন থাকার পর নানাভাবে অনেক চেষ্টা করে তিনি ঢাকায় বদলী হয়ে আসেন। ঢাকায় ফিরে এসেই তিনি আবার আগের স্বরূপে ফিরলেন। চাকুরীর পাশাপাশি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার ন্যায্যদাবীসমূহ আদায়ের লক্ষ্যে তিনি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করলেন। নানান দাবী-দাওয়া উত্থাপন ও বাস্তবায়ন করা নিয়ে সরকারকে খুব বিরক্ত করা শুরু করলেন। যথারীতি খুব তাড়াতাড়িই সরকারের রোষানলে পড়ে তিনি চাকুরী খোয়ালেন। -শুধু তাই নয় সরকার তাঁকে নানাভাবে হয়রানীও করলো অনেক।

তখন সবেমাত্র তিনি বিয়ে করেছেন এবং বৌ নিয়ে ঢাকাতেই থাকতেন। চাকুরী চলে যাবার পর তিনি খুব অসুবিধায় পড়লেন। আমাদের কারোরইতো তেমন টাকা পয়সা ছিলোনা। যদিও তখনকার দিনে খুব অল্প টাকাতেই সংসার চলে যেতো। ভোগ্যপণ্য সস্তা ছিলো। যেমন চালের দর ছিলো আড়াই তিন টাকা মণ। যাই হোক, নেতা হিসেবে সকলের কাছে প্রিয়ভাজন ছিলো সে। শুভকাজী কয়েকজন বন্ধু তাঁকে ব্যবসা করার পরামর্শ দিলো। আমাদের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই ছিলেন নূরুন নাওয়াজ গাজী। এখন যেটা গাজী ভবন পল্টনে, সেটা তাদের বাসা। তিনিও তখন সরকারী চাকুরী করতেন পাবলিক হেল্থে। তিনিই একদিন আনসার উদ্দিনকে বললেন ‘তুই আমার কাছ থেকে টাকা নে এবং পাবলিক হেল্থে টেন্ডার এর সিডিউল কিনে জমা দে’। এভাবেই তাঁর ঠিকাদারী ব্যবসার শুরু, এভাবেই শুরু তাঁর জীবন উপাখ্যানের পট পরিবর্তনের। আমরা যারা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রত্যেকেই চাইতাম সে প্রতিষ্ঠিত হোক। সবারই একটা বিশেষ টান ছিলো ওঁর প্রতি। আমরা প্রায় সবাই গ্রাম থেকে এসেছিলাম। বোধকরি এজন্যেই পরস্পরের প্রতি একটা টান অনুভব করতাম প্রত্যেকেই।

ভীষণ পরিশ্রমী ছিলো সে। মেধা ছিলো। রাজনীতির টগবগে যুবক আনসার উদ্দিন ঠিকাদারী ব্যবসায়ও আট দশ বছরের মধ্যে মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেলো। আর্থিকভাবে কিছুটা সচ্ছলতা এলো তাঁর। আর তখন থেকেই সৃষ্টিশীল কিছু একটা করবার জন্যে উদগ্র হয়ে ওঠে সে। তাঁর সিরামিক শিল্পের ভাবনাটা আসলে ওই সময়েরই। ততদিনে সে মগবাজারে জমি কিনে দুই রুমের একটি ছোট বাড়ীও বানিয়েছে। আমাকে একদিন জানালো যদি সে সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি করে তাহলে আমি যেন তাঁর সঙ্গে থাকি। কর্মোপলক্ষে মাঝেমাঝে আমি ঢাকায় এলে তাঁর ওখানেই উঠতাম। রাত্রি বাস করতাম অন্যখানে কিন্তু আহা করতাম ওঁর বাসাতেই। আবার কোন কারণে তিনিও চট্টগ্রামে এলে আমার কাছেই উঠতেন। চট্টগ্রামে আমি অনেকদিন ছিলাম।

অবশেষে অনেক চেষ্টার পর ১৯৬২ সনের দিকে পাকিস্তান সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ নামে উনি লাইসেন্স পেলেন (বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান শব্দটি পরিবর্তন করে পিপলস সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ রাখা হয়)। ১৯৬৩ তে এর কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৬৭ সালে শুরু হয় পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন। সেসময় আমি সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলাম বিধায় সরাসরি আমার পক্ষে তাঁর সাথে যোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে আমার স্ত্রী যুক্ত ছিলেন শুরু থেকেই। ১৯৬৮ সনে আমি ঢাকায় বদলী হয়ে আসি এবং রিক্রেশন লীভে যাই তিন মাসের জন্য। ক্যাটাগরী হিসাবে আমার চাকুরীটা ছিলো “এসেনশিয়াল জব”। চাকুরী থেকে স্থায়ীভাবে বিযুক্ত হবার মানসে মেডিক্যাল বোর্ড বসিয়ে আমার স্বাস্থ্যগত অসামর্থ্য প্রমাণ করে চাকুরী থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি নেই। এরপর পিসিআই’র সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হই। এভাবেই আবার তাঁর সঙ্গে জীবন জড়িয়ে গেলো যার শুরু হয়েছিলো ছাত্রাবস্থায়।

কিন্তু উৎপাদন এবং ব্যবসা পুরোদমে শুরু না হতেই দেশজুড়ে ৬৯-এর গণ আন্দোলন শুরু হয়ে গেলো। এরই মধ্যে ৭০-এর নির্বাচনও হলো। রাজনৈতিক টানাপোড়েনে টালমাটাল তখন দেশের অবস্থা। এলো ভয়াল ৭১। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ। গণজোয়ারে পূর্ণ রেসকোর্স। আমি এবং আনসার উদ্দিন লুঙ্গি পড়ে রেসকোর্সে গিয়েছিলাম শেখ সাহেবের সেই ভাষণ শুনতে। দেশের পরিস্থিতি ছিলো খুবই উন্মত্ত। সেই ৭ই মার্চ সন্ধ্যায় রেসকোর্স থেকে ফিরে আমার বাবার স্ট্রোকের সংবাদ পাই। এক মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক নওগাঁ থেকে টেলিফোনে আনসার উদ্দিনের বাসায় মেসেস্টি দিয়েছেন। তড়িঘড়ি করে নওগাঁ চলে যাই ঐদিনই, একা। ৮২ বছর বয়সের বৃদ্ধ পিতা স্ট্রোকে প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছিলেন। বাকশক্তি রহিত প্রায়। রাতে পৌঁছে বাবার সাথে কথা হলোনা বিশেষ। ইশারায় শুধু কুশল বিনিময়ের মতো হলো। অস্পষ্ট বাবার স্বর। পরদিন ট্রাংকল করে ঢাকায় আনসার উদ্দিনকে বিস্তারিত জানালাম। তখনতো এখনকার মতো টেলিফোনের এতো সহজপ্রাপ্যতা ছিলোনা। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলো অপ্রতুল। আমার ফ্যামিলীকেও নওগাঁয় পাঠিয়ে দিতে বললাম। আনসার উদ্দিন তাঁর গাড়ী দিয়ে আমার ফ্যামিলীকে নাটোর পৌঁছে দেন। ওখানে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে ওদেরকে আমি রিসিভ করি। এর দিনকয়েক পর বাবা মারা গেলেন। আমার তখন আর ঢাকায় ফিরে আসা হলোনা। মার্চের ২০ তারিখে ফোন করলাম আনসার উদ্দিনকে। তিনি বললেন ঢাকার সার্বিক অবস্থা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না, আমি যেন দিন কয়েক পরে আসি। ইতিমধ্যে ২৫ তারিখে ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ড ঘটে গেলো। এর প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে সাত্তাহারে ৭ হাজার অবাঙ্গালীও নিহত হলো। ঠিক সেই সময়ে নওগাঁতেও আমাদের থাকা আর সমীচিন মনে হলো না। শহরের বাসস্থান ছেড়ে আমরা গ্রামের বাড়ী চলে গেলাম। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে তখন কেউ থাকতো না বিধায় ঘর-দুয়ারের অবস্থা বিশেষ ভালো ছিলো না। কোন রকম ঠিকঠাক করে ওখানেই থাকতে শুরু করলাম। এরমধ্যে বাবার কুলখানী উপলক্ষ্যে অন্যান্য জেলা থেকে অনেক আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন। পরিস্থিতি বেশী খারাপের জন্য তাঁরাও আটকা পড়ে গেলেন। পাকিস্তানী আর্মির ভয়ে কেউই যে যার গন্তব্যে যেতে পারছিলেন না। তখন সব মিলিয়ে প্রায় ষাট-পয়ষট্টিজন লোক আমরা অনেকদিন থেকেছি ওই বাড়ীতে। এরকম অনভিপ্রেত পরিস্থিতির জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলাম না বিধায় আমাদের হাতে টাকা-পয়সাও তেমন ছিলোনা। বাবার কিছু জমানো টাকা ছিলো, ওগুলো সম্বল করেই আমরা দিনপাত করতে থাকলাম নিদারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায়। সারাদেশ মিলিটারীর দখলে, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে, ঢাকার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, ফ্যাক্টরী কিংবা আনসার উদ্দিন কোন কিছুই জানিনা। যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাস করছি। শুধু একটু ভরসা ছিলো যে আমাদের গ্রামের এলাকাটা ছিলো কিছুটা দুর্গম ও প্রত্যন্ত। আরো একটা ব্যাপার হয়েছিলো যেটা প্রকৃতি প্রদত্ত। হঠাৎই সে বছর শয্য ও ফলের প্রচুর ফলন হয়েছিলো। সুতরাং এতোগুলো লোক একত্রে থাকতেও আমাদের তেমন একটা অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু হঠাৎই এরমধ্যে নতুন একটা সমস্যা দেখা দিলো। একদিন মুক্তিবাহিনীরা আমার এক চাচাতো ভাইকে ধরে নিয়ে মেরে ফেললো। সে ছিলো ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। ওই হত্যাকাণ্ডে আমরা খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আমাদের বাড়ীতে তখন যারা বাস করছি তারা সবাই শহরবাসী এবং এলাকায় না থাকার কারণে এখনকার অনেকে আমাদের ভালোভাবে চেনেও না। যাইহোক এরই মধ্যে ঢাকা থেকে আনসার উদ্দিন লোক পাঠালো ঢাকার সবিস্তারিত জানিয়ে। আর আমরা যেন সুযোগ মতো ঢাকায় চলে আসি।

সেটা ৭১'এর জুন জুলাই মাসের দিকে সম্ভবত। গ্রাম ছেড়ে আমরা সবাই আবার নওগাঁ শহরে চলে এসে পূর্ব পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাসায় উঠলাম। সেই সময় নওগাঁর এসডিও ছিলেন মূর্গেব মোর্শেদ। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। বিস্তারিত শুনে তিনি ভরসা দিলেন। আমি ফ্যামিলী ওখানে রেখে আগষ্ট মাসে ঢাকায় চলে এলাম। আমার ধারণা ছিলো ঢাকার বাসায় সবকিছু হয়তো চুরি কিংবা লুটপাট হয়ে গেছে। কিন্তু সবকিছু অক্ষতই ছিলো। ইতিমধ্যে আনসার উদ্দিন একদিন বললো তুমি গাড়ী নিয়ে গিয়ে তোমার ফ্যামিলীকে ঢাকায় নিয়ে আসো। তাঁর কথামতোই নওগাঁ থেকে ওদের ঢাকায় নিয়ে আসি।

আসলে ঢাকায় বসে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সবিশেষ ধারণা পাওয়া কঠিন ছিলো সেসময়। পাকিস্তানী আর্মিদের যাবতীয় অত্যাচার, দেশজুড়ে গড়ে ওঠা দুরন্ত মুক্তিবাহিনীর দুর্বীর প্রতিরোধের কোন ঘটনাই আঁচ করা যেতো না ঢাকায় বসে। তলে তলে একটা নতুন মানচিত্র, একটা নতুন গান, একটা নতুন পতাকা, সর্বোপরি স্বাধীনতার জন্য আমাদের মুক্তিপাগল দামালেরা একটু একটু করে যে চেপে ধরছিলো পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর টুটি সেই সত্যটা পরিষ্কার বোঝা যায়নি। সবকিছুই স্বাভাবিক মনে হতো বাইরে থেকে। আসলে জীবনতো থেমে থাকে না। যেমন আমাদের ফ্যাক্টরীর প্রোডাকশন চালু ছিলো পুরোদমে। আনসার উদ্দিনও নিয়মিত পশ্চিম পাকিস্তানে যাতায়াত করতো। ঢাকার সঙ্গে করাচীর যোগাযোগ খুবই ভালো ছিলো তখন।

এরই মধ্যে একদিন টঙ্গি এলাকায় অবস্থিত সেনাবাহিনীর আঞ্চলিক দপ্তর থেকে একজন মেজর পিসিআইতে ফোন করে উর্দুতে জানতে চাইলো ম্যানজিং ডিরেক্টর আনসার উদ্দিন সাহেব আছে কি? আমিই ফোন রিসিভ করেছিলাম। আমি উর্দুতেই জানালাম উনি নেই এখানে। মেজর তার ওখানে আমাকে যেতে বললো তখনি। আনসার কিন্তু তখন ফ্যাক্টরীতেই ছিলো। সে কি মনে করে যেন চলে গেলো ফ্যাক্টরী থেকে। একটু পরেই আমি গেলাম মিলিটারী দপ্তরে, কি বলে জানতে। ওখানে মোটামুটি সবাই চিনতো আমাদের। কেননা আমাদের ডিনার সেটের খুব কদর ছিলো ওদের কাছে। যাইহোক, মেজরের রুমে ঢুকে পরিচয় দিলাম। মেজর জিজ্ঞেস করলো আনসার সাহাব কাঁহা হয়? আমি বললাম ওতো হেড আপিসমে হয়, ঢাকামে। এরপর জিজ্ঞেস করলো ওবায়দুল হক সাহেব কোথায়? তখন ওবায়দুল হক নামে একজন ছিলো আমাদের সঙ্গে। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এমপি ছিলো সে। আমি বললাম এলেকশ্বকা বারেমে ওতো মুলুকমে চলা গিয়া, ফের নেহি আয়া। আমিই জানতে চাইলাম কেয়া ছয়া? মেজর বিরক্তির সাথে বললো, আরে ছাব আপ কুছ নেহি জানতে, হি ইজ ইন ইন্ডিয়া নাও। তারপর বললো আনসার সাহাবকো বাতাইয়ে মেরে সাথ মিলনেকে লিয়ে। আমি ফিরে এলাম ফ্যাক্টরীতে। সবাই উৎকণ্ঠায় ছিলো। আনসার উদ্দিন কিন্তু ফ্যাক্টরী থেকে বেরিয়ে বাসায়ও যায়নি। সেই গাজী ভাই যিনি ওঁকে ঠিকাদারী ব্যবসা করবার জন্য প্রথম টাকা দিয়েছিলেন এবং তিনিও তখন পিসিআই এর একজন ডিরেক্টর, সোজা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে অন্য কোন বাসা থেকে ফ্যাক্টরীতে আমাকে ফোন করেন। উদ্দিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন কেন ডেকেছিলো ওরা? জিজ্ঞেস করলেন আমি ভয়-টয় পেয়েছি কি না। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম ভয় পাইনি বলে। তারপর বললাম ওরা জানতে চাইলো তোমার বিষয়ে, ফ্যাক্টরী থেকে ফিরে এসে বিস্তারিত জানাবো।

উদ্দিগ্ন হয়ে পড়লাম আমরা। পরে নানাভাবে খোঁজ নিয়ে যেটা জানা গেলো পাকিস্তান আর্মি আনসার উদ্দিনকে আওয়ামী লীগের এজেন্ট মনে করেছে। এজন্যই ওঁকে ওরা খুঁজছে। অথচ আনসার উদ্দিন ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। সেসময় আব্দুল জব্বার খন্দর নামে আমাদের একজন বেশ পরিচিত লোক ছিলো। সে ছিলো পাকিস্তানী আর্মির এজেন্ট। তাদের হয়ে কাজ করতো। এজেন্ট বলতে সে ছিলো সেইসব লোকদের একজন যারা চাইতো পাকিস্তান ভাগ না হয়ে কনফেডারেশন মতো কিছু একটা হোক। সেসময় নুরুল আমীন সাহেবের মতো লোকেরা এরকমই চেয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত খন্দর সাহেবকে ধরে সেই মেজরের ওপরের একজন কর্নেলকে দিয়ে কথিত ঐ অভিযোগ থেকে আনসার উদ্দিনের নাম কাটিয়ে আনা সম্ভব হয়।

এরকমই কিছুটা ভীতি, কিছুটা শংকার মধ্যদিয়ে কেটে যাচ্ছিলো '৭১এর দিনগুলো। ফ্যাক্টরীর উৎপাদনও চলছিলো নিয়মিত বলতে গেলে। এরই মধ্যে ঘটে গেলো ভয়াবহ একটা ঘটনা। একদিন দুপুর বেলা লাঞ্ছের পর বেলা আড়াইটার দিকে হঠাৎ দুই আড়াই'শর মতো মিলিটারী আমাদের ফ্যাক্টরী ঘিরে ফেললো। একজন সুবেদার মেজর সম্ভবত কমান্ডে ছিলো। অস্ত্র উঁচিয়ে সে হুকুম করলো যো লোক যিধর হ্যায় উধারই খাড়া হো যাইয়ে, থোড়া ইধার উধার কারেগা তো গোলি মার দিয়া যায়েগা। আমি শুরু থেকেই বসি সেদিনও যথারীতি সেখানেই বসা ছিলাম। আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। কি মনে করে ওই সুবেদার বললো ঠিক হ্যায় ছাব আপ কুরছিমেই বৈঠ রহিয়ে। ওই সময়ে কবি বেগম সুফিয়া কামালের স্বামী কামাল সাহেব পিসিআইতে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন অতিরিক্ত মাত্রায় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এবং তখনও ডাইনিং রুমেই বসেছিলেন ক্যাথিটার নিয়ে। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৭০ এর মতো ছিলো। তাঁকেও বসতে দিলো ওরা, সম্ভবত বয়স্ক লোক ভেবে। আর্মিরা ঘন্টা দুয়েক সমস্ত ফ্যাক্টরী তন্ন তন্ন করে কি যেন খুঁজলো। তারপর জানালো ওদের কাছে তথ্য আছে আমরা নাকি বারুদ তৈরী করি এবং মুক্তিবাহিনীকে সরবরাহ করি। আসলে তথ্যটি অসত্য ছিলো। সম্পূর্ণ অমূলক সন্দেহ কিংবা মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে পুরো ফ্যাক্টরী তল্লাশীর নামে তছনছ করে। এরপর আমাদের দুজন ফায়ারম্যানকে ওরা আটক করে কর্মরত অবস্থায়। তারপর ওদের সহযোগিতায় আরো তিনজন ফায়ারম্যানকে আটক করে আমার কাছে নিয়ে এলো। বললো তোমাদের এই পাঁচজনকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। সময় মতো যোগাযোগের জন্য ওরা ফোন নাম্বার দিয়ে গেলো। আচমকা এই ঘটনায় প্রথমে কিছুটা হতচকিত হলেও শেষ পর্যন্ত আমি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলাম। কিছুটা উর্দু বলতে পারতাম। কারণ, আমাদের কিছু ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন উর্দুভাষী পাকিস্তানী ও ইন্ডিয়ান বিহারী। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কিছুটা আয়ত্ত করেছিলাম। স্বাভাবিক ভাবেই ওদের সঙ্গে কথা বললাম যেন আমাদের প্রতি ওদের ধারণা বদলায়, যেন সদয় হয়ে লোকগুলোকে ছেড়ে দিয়ে যায়। কিন্তু ওরা ওদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকলো এবং আমাদের লোকদের শেষপর্যন্ত নিয়েই গেলো। আবারও সেই জব্বার খন্দর সাহেবের শরণাপন্ন হলাম। অনেক ধর-পাকড় করে আমাদের পৃথ পৃথক পাঁচজনকে প্রায় মাসখানেক পর মিলিটারী ক্যাম্প থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম। অমানবিক নির্যাতন করেছিলো ওই নিরীহ লোকগুলোকে। শারীরিক ভাবে প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছিলো। আমরা তাদের চিকিৎসার সকল ব্যয়ভার বহন করেছিলাম। আনসার উদ্দিনই এ ব্যাপারে তৎপর হয়ে একাজটি করেছিলেন। ফ্যাক্টরীর সাধারণ কর্মচারীর বিষয়ে তাঁর মমত্বের এরকম অনেক উদাহরণ আছে। আসলে তাঁর মতো বিশাল মাপের মানুষের সম্পর্কে শুধু বলে বা লিখে বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। যারা তাঁকে কাছে থেকে দেখেছে তারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে এই নশ্বর পৃথিবীতে তাঁর আরো দীর্ঘকাল থাকা প্রয়োজন ছিলো।

হি লাভ দিজ ফ্যাক্টরী লাইক এ চিলড্রেন। ফ্যাক্টরীর প্রতি তাঁর গভীর টান ছিলো সীমাহীন। দেশে থাকলে একদিনও ফ্যাক্টরীতে না এসে থাকতে পারতো না সে। প্রতিদিন ঢাকা থেকে টঙ্গি আসা যাওয়া করতো। প্রায়শঃই তাঁর সঙ্গে আমিও থাকতাম। '৭১ এর শেষের দিকে সম্ভবত ডিসেম্বরের ১৩ তারিখে আমি ও আনসার উদ্দিন যথারীতি ঢাকা থেকে টঙ্গি যাচ্ছি, তখন টঙ্গি নদীর ওপারে মিলিটারীরা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে। মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধ বিমান উড়ছে। একজন কর্নেল আমাদের গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো,-আপ কাঁহা যাতা হ্যায়? আমি বললাম,-ফ্যাক্টরীমে যাতা হ্যায়। কর্নেল খুব বিস্ময় প্রকাশ করে বললো,-কেয়া ফ্যাক্টরী আপকো ইতনা বড়া হ্যায় যো আপ জিন্দেগীকা পরোয়া নেহি কারতে? এনি টাইম ইউ মেক ইউ। তারপর ওপরের দিকে তাকিয়ে বললো, দেখো কত প্লেন উড়ছে, যেকোন সময় বম্বিং শুরু হয়ে যেতে পারে, ঘরে যাও। আমি বললাম এই যাবো আর আসবো। ফ্যাক্টরী থেকে ফিরবার পূর্বেই বম্বিং শুরু হয়ে গেলো। প্লেনগুলো ছিলো ইন্ডিয়ান আর্মির যারা ছত্রিবাহিনী হিসেবে মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করেছিলো। দেখলাম উত্তরা ও তার আশে পাশে ব্যাপক বম্বিং হয়েছে। রাস্তায় যত পাকিস্তানী মিলিটারী ছিলো তখন আর তারা নেই। আমরাতো জীবন হাতে করে ফিরছি বলতে গেলে। এখন যেখানে নতুন এয়ারপোর্ট ওখানেও প্রচুর বম্বিং হয়েছে। রাস্তা একেবারে জনমানবশূন্য। তখন কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের ভিতর দিয়ে ঢাকা আসতে হতো। আমরা যখন গাড়ী নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভিতর পৌঁছেছি তখন উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় জর্জরিত পাক আর্মি চরম দিশেহারা অবস্থায়। এর

মধ্যেও কেউ কেউ আমাদের খামিয়ে সাবধান করেছে আমরা যেন গাড়ী রেখে হেঁটে যাই। যদিও শেষপর্যন্ত গাড়ীটা আমরা ছাড়িনি। আমাদের প্রতি অন্যদের উৎকর্ষার কারণ তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছি যে আমাদের গাড়ীটা ছিলো লাল রং এর। যুদ্ধাবস্থায় সহজে যে কোন পক্ষের সফল টার্গেটে পরিনত হওয়ার জন্য লাল রং খুবই আদর্শ। কিন্তু যখন ফিরি সেই ঘোর দুর্যোগে তখন কিন্তু ঘুনাঙ্করেও এটা মনে আসেনি। আমরা দু'জনেই খুব স্বাভাবিক ও নিঃশংক ছিলাম। অথচ যেকোন মূহুর্তে মৃত্যু পরোয়ানা তেড়ে আসতে পারতো আকাশ ফুঁড়ে। আসলে মাথার ওপরে ঝাঁকে ঝাঁকে ছত্রি বাহিনীর যুদ্ধ বিমান, বম্বিং ও পাকিস্তান আর্মির পলায়নপরতা ইত্যাদি দেখে দেশের জন্যে যে বিরাট কিছু ঘটতে যাচ্ছে সহসাই, সেই উত্তেজনায় আমরা বিহ্বল ছিলাম। নইলে স্বভাবিকভাবে কোন মানুষের পক্ষে এরূপ দুর্গম পথ অতিক্রমণ কিভাবে সম্ভব? এখনতো ভাবলেই গা শিউরে উঠে।

১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো। দুঃস্বপ্নের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেলো বাঙ্গালী জাতি। উদয় হলো নতুন সূর্যের। পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেলো বাংলাদেশ। আনন্দের জোয়ারে জেগে উঠলো ঢাকা তথা সমগ্র দেশ। পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ঢাকায় এলেন। আগেই বলেছি আনসার উদ্দিনের সঙ্গে শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠতা ছিলো। আনসারকে তুই বলতেন তিনি। সম্ভবত আনসারের থেকে তিন চার বছরের বড় ছিলেন শেখ সাহেব। আমাকেও চিনতেন। একসময় আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ধানমন্ডির বাসায়। তিনি আমাদের দেখে খুবই খুশী হলেন, সাদরে সম্ভাষণ করলেন, বললেন কিরে কি খবর? আয় বয়, চা খা বলে আমাদের চা-নাস্তা দিতে বললেন। আমরা কিছুক্ষণ থাকলাম। নানা বিষয়ে তাঁর সাথে কথা-বার্তা বলে চলে এলাম। সেদিন শেখ সাহেবকে বেশ হাসি খুশী ও প্রাণবন্ত লাগছিলো। যদিও আমার ধারণা ছিলো যুদ্ধে এতো লোকের জীবন চলে গেছে, হয়তো তিনি বিমর্ষ থাকবেন। এরপর আরো বেশ কিছুদিন পর শেখ সাহেবের বাকশাল গঠনের প্রাক্কালে আমাদেরকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হবার আহ্বান করেছিলেন তিনি। কিন্তু কি মনে করে আমরা কিছুটা দ্বিধাশিত ছিলাম বাকশালে যুক্ত হবার বিষয়ে। কখনো প্রসঙ্গটি উঠলেই আনসার উদ্দিন বলতো দেখা যাক, কয়েকদিন পরে সিদ্ধান্ত নিবো। (এখানে আরো ডিটেইলে বলা যেতো, কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতি আস্থার অভাব থেকে প্রসঙ্গটির যবনিকা টানলাম। কারণ নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত মতামতে হয়তো অনেকেই আহত বোধ করতে এমনকি আমার প্রতি রুষ্ঠও হতে পারেন)। সঙ্গত কারণেই প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় এড়াতে হলো।

আসলে ছাত্র-পরবর্তী জীবনে আমরা কেউই রাজনীতির প্রতি বিশেষ উৎসাহী ছিলাম না। আর আনসার উদ্দিন তাঁর ছাত্রজীবনে যতখানি রাজনীতিমুখী ছিলেন, ব্যবসায় সম্পৃক্ত হবার পর ঠিক ততখানিই রাজনীতি বিমুখ হয়েছিলেন। তবে সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত না থাকলেও সবসময়ই সমসাময়িক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং বিভিন্ন সময় আমাদের সঙ্গে বিশ্লেষণ করতেন। তাঁর সচেতন ও অনুসন্ধিৎসাपूर्ण উপলব্ধির গভীরতায় আমরা যারপরনাই বিস্মিত বোধ করতাম। যে মানুষটি আহাৰ এবং নিদ্রা ব্যতিরেকে তাঁর বাকীটা সময়ই ব্যয় করতেন ফ্যাক্টরী, উৎপাদন এবং দেশে বিদেশে বানিজ্য সম্প্রসারণের গভীর ভাবনায়, সেই মানুষটি রাজনীতির নানান জটিল বিষয় নিয়ে কী অবলীলায় আমাদের সঙ্গে কথোপকথন করতেন যেন খুবই সাধারণ সরল কোন বিষয় নিয়ে গভীর বোধ সম্পন্ন কোন পণ্ডিত কথা বলছেন। একথা বেশ নিশ্চয় করেই বলা যায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে চাকুরী খুঁইয়ে ব্যবসায় না এসে যদি রাজনীতিতেই থাকতেন তাহলে আজ তিনি অনেক বড় মাপের জাতীয় নেতা হতেন। একথা বলতে দ্বিধা নেই কোন -এখন যাদেরকে আমরা আমাদের দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে বিখ্যাত নেতা হিসেবে দেখি তাঁদের অনেকের চেয়ে আনসার উদ্দিনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অনেক বেশী প্রখর ছিলো। দেশ ও মানুষের কল্যাণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে

তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো। ধারণা ছিলো কি প্রকারে উন্নতি সম্ভব দেশের ও দেশের। কিন্তু, রাজনৈতিক জীবনের সূচনালগ্নেই সরকারের রোযানলে পড়ে তাঁর সম্ভাবনাময় প্রতিভা আর বিকাশ লাভ করতে পারেনি অথবা নিজেই সজ্ঞানে পরিহার করেছিলেন রাজনীতির জটিল ও পিচ্ছিল পথ। তবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সহজাত উদারতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিলো তাঁর মজ্জাগত। অপরের মঙ্গলাকাংখা ছিলো তাঁর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট। পরহিতৈষী আনসার উদ্দিন নিজের ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ-খবর নিতেন। তাদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধার বিষয়ে অকৃপণ ছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন শ্রমিকরাই উৎপাদন এবং প্রগতির মূল হাতিয়ার। তাদেরকে অবহেলা করে কোন ব্যক্তি, কোন প্রতিষ্ঠান বা দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক কল্যাণ একেবারেই অসম্ভব। তিনি মনে আরো মনে করতেন আমাদের দেশের কতিপয় স্বার্থাশেষী ভন্ড রাজনীতিকগণ শ্রমিক রাজনীতির নাম করে তাদেরকে বিপথগামী করেছে এবং তাদের সত্যিকার স্বার্থের সঙ্গে বেঈমানী করেছে। তাদের ভ্রান্ত রাজনীতির প্রতি তিনি ভীষন বিরক্ত বোধ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সঠিক নেতৃত্বের অভাবে এখানকার বিশাল শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক অধিকার ব্যহত হয়েছে এবং হচ্ছে। সম্ভবত নিজে খুব সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে এসেছিলেন বলেই অন্য মানুষের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় সহমর্মিতা ছিলো।

প্রথাগত ব্যবসায়ীদের থেকে তিনি ছিলেন একেবারেই স্বতন্ত্র ধরণের এক মানুষ। যথেষ্ট বিবেক সচেতন ছিলো সে। আমরা যারা এই কোম্পানীর ডিরেক্টর সকলেই তাঁর বিচক্ষণতার প্রতি আস্থা রাখতাম। আমরা প্রত্যেকেই পরস্পরের বন্ধু ছিলাম। কেউ কারো আত্মীয় না হয়েও প্রায় সারাজীবন একত্রে কাটিয়েছি তাঁকে কেন্দ্র করে পরম আত্মীয়ের মতো এবং কোনরকম বিবাদ বিসংবাদ ব্যতিরেকেই। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের মানে পিসিআই-এর সমস্ত কর্মকাণ্ড আবর্তিত হতো তাঁকে ঘিরেই। কোম্পানীর সকল বিষয়ে আনসার উদ্দিনের সিদ্ধান্তই ছিলো চূড়ান্ত। তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছাতে আমরা কখনোই দ্বিমত পোষণ করতাম না। অনেকের কাছেই এটা মনে হতো “ওয়ান ম্যান শো কোম্পানী”। কিন্তু তাঁর বিচক্ষণতা, তাঁর সততা, তাঁর ঐকান্তিকতা ও তাঁর নিরলস উদ্দীপ্ত প্রচেষ্টার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিলো প্রশ্নাতীত। আমরা তাঁর সততার বিষয়ে, তাঁর একনিষ্ঠতার বিষয়ে এতোটাই নিশ্চিত ছিলাম যে এই প্রতিষ্ঠানের সকল দায়ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত করে দিয়ে সর্বদা নিশ্চিত থেকেছি। তাঁর একচ্ছত্র অধিকার প্রয়োগে আমাদের কোন ডিরেক্টর কোনদিন কোন বিষয়ে যে দ্বিধা করিনি এটা অংশীদারীত্বের ব্যবসায় নিশ্চয়ই বিরল ঘটনা বলে আমি মনে করি। এটা শুধু তাঁর জন্যেই সম্ভব হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানকে তিনি ভালোবাসতেন সম্ভবত তাঁর নিজের জীবনের চাইতেও বেশী। মৃত্যুর বছর কয়েক পূর্বে তিনি প্যারালাইজড-এ আক্রান্ত হন। কিন্তু শারীরিক ভাবে অসুস্থ পক্ষাঘাতগ্রস্ত এই মানুষটি নিয়ম করে অফিস করেছেন প্রতিদিন। রোগ-ব্যাদি-জরা তাকে মানসিক ভাবে পর্যদুস্ত করতে পারেনি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন সর্বোত্তমভাবে।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বলতে গেলে একাই দাঁড়া করিয়েছেন পিসিআই-কে। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় পিসিআই পণ্য আজ দেশের গতি পেরিয়ে বিদেশে বিশেষ করে সমগ্র ইউরোপে খুবই জনপ্রিয় সিরামিক পণ্য। কতটা স্বাঙ্গিক নাহলে যেদেশে সিরামিক পণ্যের কোন ব্যবহার কিংবা বাজার ছিলোনা সেই দেশে এতবড় একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মতো দুঃসাহসিক অভিযানে তিনি অবতীর্ণ হলেন শুধু নয় প্রচণ্ড রকমভাবে সফলও হলেন। শুধুমাত্র এই একটি ঘটনাতেই তাঁর বিশালত্বের তাঁর দূরদৃষ্টিতার প্রমাণ মেলে। অথচ, শুরু দিকে এর বাজার ছিলো শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানে। আমাদের দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে তখন সিরামিক পণ্যের তেমন প্রচলন ছিলোই না বলতে গেলে। নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারে সাধারণত টিনের তৈরী রং দেয়া নিকেল করা বাসন-কোসন ব্যবহারের প্রচলন ছিলো। পিসিআই’র শুরুর দিকে উৎপাদিত পণ্যের সিংহভাগই রঙানী হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। দেশ ভাগের পর বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই আমাদের দেশে সিরামিক পণ্যের প্রচুর চাহিদা তৈরী

হয়। কারণ হিসেবে বলা যায়, সদ্য স্বাধীন দেশের জনগোষ্ঠীর মাঝে উন্নত জীবন যাপনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রচুর বাঙ্গালীর সপরিবারে ফেরত আসা। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের মাঝে পিসিআই পণ্যের প্রচুর চাহিদা ছিলো সেসময়। এভাবেই ক্রমান্বয়ে আনসার উদ্দিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা দেশের চাহিদা পূরণ করে একসময় বিদেশে বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিলাম এবং ১৯৮০ সালের দিকে বিদেশী বাজারও আয়ত্ব করতে পারলাম।

পিসিআই-এর উন্নতিকল্পে, এর উৎপাদিত পণ্যের ব্যবসায়িক বিস্তার ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন নিরন্তর। পৃথিবীর নানা প্রান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন নতুন বাজার খোঁজার মানসে। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন প্রায় সব জায়গায়। আগেই বলেছি, কি কারণে যেন তিনি আমাকে বিশেষ পছন্দ করতেন। এজন্যে বানিজ্যপোলক্ষেও যখনি অন্যকোন দেশে দেশে গেছেন আমাকেই তাঁর সফরসঙ্গী করেছেন। মনে পড়ে ৮০'র দিকে আমরা প্রথম ইউরোপে যাই একটা মেলায় অংশগ্রহণ উপলক্ষে। ওখানে ভোক্তাদের মাঝে আমাদের পণ্য বেশ সমাদৃত হয়। এরপর ইংল্যান্ডে ১০ দিন থেকে আমরা ৫ দিনের জন্য জার্মান যাই। এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে হয় তা হলো, সেইসময় জার্মানীতে আমার মেয়েজামাই থাকতো। সে ফরেন মিনিষ্ট্রিতে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলো। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ভিজিটর হিসেবে 'টু ম্যান ডেলিগেশন' করে সরকারীভাবে উদ্যোগের ব্যবস্থা সেই আমাদের জন্য করেছিলো এবং আমরা কোথায় কোথায় যাবো তার একটা সিডিউল সে পূর্বেই করে রেখেছিলো। আমরা মিউনিখ এবং হামবুর্গ ঘুরে সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি সংক্রান্ত অনেক মেশিন-পত্র দেখেছিলাম। আমাদের সম্মানে অ্যাঞ্জেসীর পক্ষ থেকে ওরা একটা ডিনারের আয়োজনও করেছিলো সেই যাত্রায়। জার্মানীর কাজ শেষে আবার আমরা লন্ডন ফিরে আসি। এরপর লন্ডন থেকে আমরা ইরাকে যাই। তারপর দুইজনে একত্রে সৌদি আরব গিয়েছি এবং পবিত্র ওমরাহ্ হজ্ব পালন করার সৌভাগ্যও আমাদের হয়েছিলো। এরপরে আমরা আমেরিকা গিয়েছি। এভাবে বহুদেশ আমরা একত্রে ঘুরেছি বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রয়োজনে। ইউরোপে আমাদের পণ্য রপ্তানীর প্রাক্কালে এদেশে সব বড় বড় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি 'পিসিআই ইন ইউরোপ'। ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানে যে কতবার গিয়েছি তার হিসেব নেই। তবে কি অজ্ঞাত কারণে ইন্ডিয়া এবং আমেরিকাতে আমাদের পণ্যের বাজার তৈরী করা সম্ভব হয় নাই। অথচ সেই শুরু থেকে এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের বাজারে আমাদের পণ্যের চাহিদা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। পিসিআই কিংবা আমাদের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই আনসার উদ্দিন এসে পড়বে অনিবার্য ভাবেই। কারণ পিসিআই কিংবা আমরা আবর্তিত ছিলাম আনসার উদ্দিনকে কেন্দ্র করেই মূলত। আসলে সারাটা জীবনই প্রায় তাঁর সঙ্গে আঁটে পৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকার ফলে মানসপটে যত স্মৃতিকথা তার সবটাইতো আর এই অল্প পরিসরে বর্ণনা করা যাবেনা।

তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ এই বাংলাদেশ। এখানকার রাজনীতিকরা উন্নত বিশ্বের কাছে আমাদের জাতীয় ভাবমূর্তি প্রায়শঃই ক্ষুণ্ন করেন তাদের নতজানু পররাষ্ট্র নীতির কারণে। আমাদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা খুব কমই দেখা যায় বিদেশীদের মধ্যে। এমত প্রতিকূলতার মধ্যে আনসার উদ্দিন যে কী অসাধ্য সাধন করলেন তা কল্পনারও অতীত। বাংলাদেশের মতো একটি হত-দরিদ্র দেশের বাস্তবতাকে আমলে না এনে বিশ্ববাসীকে অনন্য সাধারণ সিরামিক পণ্য উপহার দিয়ে তাদের উৎসাহিত করেছেন বাংলাদেশের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগে, মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের নাম। সুক্ষবিচারে বাংলাদেশের পক্ষে এটাকে সুবিশাল কুটনৈতিক সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে না কি? পিসিআইএর মতো এতবড় একটা প্রতিষ্ঠানকে তিনি কী যত্নে ধারণ করেছেন, কী মমতায় লালন করেছেন তা অত্যন্ত কাছে থেকে না দেখলে অনুমান করা যাবে না সঠিক। পিসিআইএর আজকের সফলতার পেছনে কমবেশী সকল ডিরেক্টরদের অবদান আছে সত্যি, কিন্তু সকলকে ছাপিয়ে সে-ই প্রধান সঞ্চালকের ভূমিকায়

ছিলেন একমাত্র আনসার উদ্দিনই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যেমন, আমাদের এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক রাজনৈতিক নেতারই অবদান আছে কম-বেশী হয়তো, কিন্তু শেখ মুজিব যেমন সবাইকে ছাপিয়ে অনন্য হয়েছেন, তেমনি পিসিআই'র বেলায় আনসার উদ্দিন।

কর্মবীর আনসার উদ্দিনের জীবনের আরো একটি বিশেষ দিক ছিলো যার উল্লেখ না করলে তিনি অসম্পূর্ণ থেকে যাবেন। তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধে প্রচণ্ড বিশ্বাসী ছিলেন। ইহ জাগতিক যাবতীয় কাজ-কর্মের বাইরে তাঁর আলাদা আরেকটা জগৎ ছিলো। পরকালীন জগতের ভাবনাও তাঁর মধ্যে গভীরভাবে ছিলো। তিনি ছিলেন নবাবপুরের বিখ্যাত পীর সাহেবের মুরীদ। আবার নিজেও পীর ছিলেন। প্রতিদিনই রাতের শেষ প্রহর থেকে ভোররাত্রি পর্যন্ত তিনি তাহাজ্জুতের নামাজ আদায় করতেন। ধর্মের পীঠস্থান দর্শনে তাঁর আগ্রহ ছিলো সীমাহীন। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশের সকল মাজার এবং বিভিন্ন পীর ও আওলিয়াবর্গের রওজা মোবারক তিনি জিয়ারত করেছেন পরম শ্রদ্ধায়। পরহিতৈষী আনসার উদ্দিন তাঁর যাপিত জীবনে দুই ধরনের কাজেই সমান ব্যস্ত ছিলেন। একটা হলো যাবতীয় জাগতিক কাজ; যেখানে তিনি পালন করেছেন একজন পরম আত্মীয়-পরিজন হিতৈষী, পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল একজন আদর্শ মানুষের ভূমিকা, একজন সমাজ ও রাষ্ট্র সেবকের অনন্য দায়িত্ব, আবার অন্যটা সৃষ্টিসৃষ্টিবোধ সম্পন্ন ধর্মীয় জীবনচরণের নানান অনুসঙ্গ আর চরম আধ্যাতিকতার উপাসনা। একাধারে বিষয় বুদ্ধি সম্পর্কে প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ দী সম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি ও অন্যদিকে গভীর উপলব্ধি সম্পন্ন গোঁড়া ধার্মিক, দৃষ্টান্তরহিত এ দুয়ের এমন পরস্পর বিরোধী সত্ত্বার কঠিন সম্মিলন তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করতে পেরেছিলেন এবং এর চর্চা করেছেন আমৃত্যু।

সারাটা জীবন এই বিশাল মানুষটির সঙ্গে কাটিয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাঁর বিহনে কতখানি যে শূন্য বোধ করি তা বলে বোঝাতে পারবো না। সে ছিলো আমার খুবই নিকটজন। আমি ও আমার পরিবারের সাথে যুক্ত ছিলেন নিজের ভাইয়ের চেয়েও বেশী। তাঁর বিচক্ষণ সিদ্ধান্তে আমি ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে অনেক উপকৃত হয়েছি। আমি তাঁর কাছে চিরঞ্চনী আমাকে তাঁর সানিধ্য লাভের সুযোগ দেবার জন্য। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমি একজন পরম সূহৃদ হারিয়েছি, আর নেতৃত্বশূন্য আমরা সবাই হারিয়েছি এমন একজনকে যা আর কোনভাবেই পূরণীয় নয়। মহৎপ্রাণ এই মানুষটির কাছে আমি বা আমাদের সীমাহীন ঋণের দায় শোধ করবার কোন উপায় আছে কি?

বন্ধুদের সঙ্গে হাস্যোজ্জল আনসার উদ্দিন



বামে জনাব নূরুশ নাওয়াজ গাজী, মাঝখানে জনাব ডাঃ মফিজুল ইসলাম, ডানে জনাব আনসার উদ্দিন

আমার দেখা হাজী আনসার উদ্দিন আহমেদ

এ. এইচ. এম. এ. কাদের

মনে পড়ে, একদিন হাস্যরসাত্মক আলাপচারিতার ফাঁকে বলেছিলাম - “আপনারতো তিনটা ছেলে - আর আমার মোটে একটা।” উত্তরে তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে বলেছিলেন “আরে একটাই যদি ছেলের মত ছেলে হয় তাহলে একশোটার কাজ একাই করতে পারে- আমাকে দেখেন না? আমি তো বাপ-মার একটাই ছেলে।”- এই সেই হাজী আনসার উদ্দিন আহমেদ। ১৯৪৮ সালে ঢাকার আহসানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বেরিয়ে এসে শুরু করেন তাঁর কর্মময় জীবন। প্রথমে সরকারী চাকুরীতে ছিলেন। তৎকালীন সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক নানা বিষয়ে সম্পর্কের টানা পোড়েনের একপর্যায়ে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কন্ট্রাক্টারি শুরু করেন। সততা ছিলো তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। সততার সাথে কাজ করে এবং কাউকে এক পয়সা ঘুষ না দিয়েও অল্পদিনেই কন্ট্রাক্টারিতে বেশ সাফল্য লাভ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি পি.সি.আই ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলেন। পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এই ইন্ডাস্ট্রির উৎপাদিত সিরামিক পণ্য সামগ্রী বহু পরিবারে পরিচিত ও সমাদৃত ব্যবহার্য পণ্য। এই ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে গিয়ে তিনি যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়ে গেছেন তা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

তিনি অতি সুঠাম ও দীর্ঘদেহী মানুষ ছিলেন। গায়ের রং ছিলো কালো। আরেকটি বিশেষ ব্যাপার ছিলো তাঁর। সেটা হলো রাগ। রাগ ছিল তাঁর গায়ের ভূষণ। কাজে-কর্মে অবহেলা কিংবা অন্যায় দেখলেই তিনি প্রচণ্ড রেগে যেতেন। রাগের প্রচণ্ডতা তাঁর অবয়বে এমনই রূপ ধারণ করতো যে - যে কেউই ভীত না হয়ে পারতো না। কিন্তু এই মানুষটাই যখন বন্ধু ও সমমনা সুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে গল্প-গুজব করতেন তখন সবাইকে একান্ত আপন জনের মত করে অতি কাছে টেনে নিতেন। বন্ধুদের প্রতি বিশেষ করে সৎ চরিত্রের বন্ধুদের প্রতি ভালোবাসার সেতুবন্ধন গড়ে তুলতেন। তিনি নিজে অত্যন্ত নির্লোভ ছিলেন। একমাত্র আল্লাহ-প্রেম ছাড়া অন্য কিছুই তাঁকে কোন দিন লোভাতুর করে তুলতে পারেনি।

হাজী আনসার উদ্দিন আহমেদ এর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৭৫/৭৬ সালে ঢাকার নবাবপুরে বৃহস্পতিবারের জেকের মাহফিলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। নবাবপুর হুজুরের ওফাতের পর ১৯৮০ সাল থেকে হাজী আনসার উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক পরিচালিত বৃহস্পতিবারের জেকের মাহফিলে আমি নিয়মিত অংশগ্রহণ করি। তাঁর মৃত্যুর আগের বৃহস্পতিবারের জেকের মাহফিলেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেদিন তাঁকে বেশ সুস্থ্য মনে হচ্ছিল। ক’দিন পরেই অর্থাৎ ১৪-০৮-২০০৫ ইং (রবিবার) তারিখে হঠাৎ করে অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হয় এবং সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে রাজেউন)।

“জন্যিলেই মরিতে হইবে, - কে কবে রয়েছে ভবে” - এই ভবের হাটে আমরা আসি ক্ষণিকের জন্যে / আবার চলে যাই অনন্তলোকে । হাজী আনসার উদ্দিন আহমেদ আজ অনন্তলোকের বাসিন্দা । তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী- আর আমাদের মত গুনগ্রাহীদের । তিনি নেই কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া সবকিছুই যেন নীরবে আমাদের সাথে কথা বলে । হৃদয় মথিত করে বেদনা-বিধূর স্মৃতি জাগিয়ে তোলে । তাঁর মুখ নিঃসৃত আল্লাহ-প্রেমের কথা, সততা ও ন্যায়-নীতির কথা, জন্ম ও মৃত্যুর রহস্যের কথা, কঠিন - কঠোর বাস্তব জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝার কথা, সুউচ্চ সুনীল আকাশের অসংখ্য নিহারিকার কথা - আর কে শোনাবে আমাদের ? আমরা আশা করবো - কঠোর পরিশ্রমী, বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী ও ন্যায়ের প্রবক্তা হাজী আনসার উদ্দিন আহমেদের স্মৃতি তাঁর বংশধরদের অনুপ্রানিত করবে ন্যায়ের পথে চলার জন্যে । আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি - পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁকে দান করুন অনন্ত- জান্নাত ।



মিঃ কে. ইয়ামাজাকি, চীফ হঞ্জিনিয়ার, সনি সিরামিক, জাপান এবং আনসার উদ্দিন আহমেদ



My father Ansar Uddin Ahmed by Lutfur Rahman

" The relationship between children & their parents are very special from time immemorial and it was the same for me too."

I grew up seeing my father working very very hard and my mother supporting him in every possible way she can. The hard work was because of my father's serious desire to create a new sector and leave a relic - Porcelain Tableware to his country to improve the quality of life of the people in general.

To turn his dream into reality he embarked on the long & difficult road which was full of obstacles at every corner. He always used to say "to achieve some thing one has to give up something and that there is no short cut method to it for building a solid foundation".

To serve the humanity was his commitment and he would go to any length for it. Once while at Ashanullah Engineering College [now BUET] he was summoned by the principal to explain an act of his favouring the students; part of the conversation was -

Principal: One man stabbed another man on the road; will you go to help him?

AUA: Certainly Sir.

Principal: Then police will throw you in the jail.

AUA: It is the duty of the police to throw me in the jail BUT it is my duty to help the distressed!

Establishing Peoples Ceramic & Standard Ceramic was a part of that commitment too. He used to say that the

factories were not for him alone but for everybody. He would remark that an industry generates "Global Tide" because it creates work for people in every walk of life all over the world; hence industry is the best way to serve people.

His attitude towards "serving people" existed even towards the end of his illustrious life

To forgive & forget, extend a helping hand, give due respect to people, love Allah & people were the defining features of my father.

Some family members used to say that because he had a Big Heart he could make Big Contribution in every walk of life for which people loved him, respected him, cared for him etc. People who came, in contact with him hardly ever left him and this is vivid at PCI & SCI. Even in 2007 there are people at PCI who joined the company in the '60s. Similarly, he maintained contact with everyone till his last days!

Delegation of duty was something he excelled in at a time when the concept was unknown. His conviction was that it's the responsibility that guides peoples' performance and that was one of the reasons of his success in running the factory even through the difficult days of the '70s

The 1998 brain stroke paralysed his right side, never the less he worked hard, visiting the factory at least twice a week and the head office once a week to keep himself up to date with the affairs of his companies.

Visiting foreign guests even opined that the active half of his brain was more efficient than their full brain.

His ability to dictate letters persisted even towards the end of his life as can be seen from his last dictation.

Though his thoughts were ahead of his time, in some ways he was traditional like many of his era - love was something very private to him as such never vividly expressed it.

He was indeed a great man ever to walk on our planet.



পিসিআই এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি তদানিন্তন পাকিস্তানের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দেওয়ান বাসিত সাহেবকে ফ্যাক্টরী অভ্যন্তরে বিভিন্ন সেকশন ঘুরে দেখাচ্ছেন পিসিআই এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আনসার উদ্দিন আহমেদ সঙ্গে জনাব এম. এ. মুহাইমেন, পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেস

পিসিআই এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি তদানিন্তন পাকিস্তানের
মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দেওয়ান বাসিত সাহেবকে
ফ্যাক্টরী অভ্যন্তরে বিভিন্ন সেকশন ঘুরে দেখাচ্ছেন
পিসিআই এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জনাব আনসার উদ্দিন আহমেদ





পিসিআই এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন তদানিন্তন পাকিস্তানের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দেওয়ান বাসিত, বিশেষ অতিথি মিঃ তাকিরা আকিবুকি (জাপান)
এবং পিসিআই এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জনাব আনসার উদ্দিন আহমেদ



হাস্যোজ্জল জনাব আনসার উদ্দিন আহমেদ

জাপানে বাংলাদেশের পতাকার নীচে দণ্ডায়মান ডানদিক থেকে দ্বিতীয়
পিসিআই এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জনাব আনসার উদ্দিন আহমেদ

A Remarkable Man

Terry Partridge

In advance of my first visit to Bangladesh in 1987 my colleagues pre-advised me that my meeting with Mr. Ansaruddin at his factory would be memorable. It truly was. I was welcomed on the door-step by Mr. Ansaruddin, his sons and his loyal team. I was treated with utmost civility. In the office, I was then served with tea and biscuits in fine porcelain produced by PCI, Mr. Ansaruddin's brainchild and inspiration. There followed a visit to the factory led by Mr. Ansaruddin. I soon realised that this was no normal conducted tour by the Chairman and Managing Director of a ceramic company. Mr. Ansaruddin knew every nook and cranny of the factory and the personnel who worked therein. Not for Mr. Ansaruddin an air-conditioned office isolated from the factory and work-force. Mr. Ansaruddin was truly a "hands-on man". His factory was his creation and he intended to be there to watch its progress on a daily basis ever trying to achieve a higher quality product and the most efficient, cost effective production.

As a relative novice to tableware, I was given an exhaustive tour of the factory and every facet of the production of fine porcelain were shown and explained to me - from the bays containing the raw materials to the final point where the finished products were wrapped and packaged for despatch.

I had thought at that point that the tour was finished but there was a very big surprise in store. At the back of the factory Mr. Ansaruddin showed me something I had never seen before or ever since. The PCI foundry! Mr. Ansaruddin explained to me that he had loyally stood by his original overseas technical partners of many years but was shocked by the exorbitant prices they were asking for spare parts. Hence, as a brilliant fully qualified engineer, he had decided to use his knowledge to produce spare parts for his factory from his own foundry. His ingenuity extended beyond simple spare parts to producing his own precision made factory equipment. A truly remarkable achievement by a truly remarkable man.

Not only was Mr. Ansaruddin a brilliant engineer and factory manager but also a very astute businessman. I always remember our hard fought negotiation on terms etc. but I equally remember how fair he was. Unlike others in the Indian Sub-continent he would not decamp to another supplier for some short-term financial advantage. For this loyalty on his part he rightly expected the same loyalty and good service from his suppliers. If my company did not reach his high expectations he was never afraid to tell us the error of our ways.

When Mr. Ansaruddin wrote, his wonderful use of the english language left no stone unturned and left no doubt as to how his company's business should be handled on future occasions. The clarity of his writing and his spoken words were truly exemplary.

Whilst Mr. Ansaruddin was quick to point out shortcomings he was equally quick to give praise. Unlike some others, my visits to PCI were always such a pleasure as Mr. Ansaruddin always thanked me and my colleagues for the support we were giving. Somewhat of a rarity in an era where others would seek some advantage based on some perceived fault.

I am very proud to say that Mr. Ansaruddin became not only a business partner but also a very valued friend. I had the privilege of helping him in London when he was seeking some medical advice. In return he was always there for me in some difficult times in Bangladesh. The advice he gave me was the best and the most sound I ever received in the Indian Sub-continent.

It has been a great honour to have known Mr. Ansaruddin. He is dearly missed by his family and all of those lives he touched.

In memorium of my father

Anwarun Nehar

It's a miral, yes, it's marercl. It was his graveyard, spiriuually, man after 'death' goes to heaven or paradise the eternal place of peace and solace.

Some sort or rebirth is a reality in new dimension and conception. Man is newly discovered in perspective of time life is indefinite and endless. Life is joy and pleasure.

Here in father life is eternal and enduring.

There would be eternal love between the creator and the created.

Man is made and moulded by soil and mud and would vanish into sand and dust after due time.

One has to be accountable to his creator. He has created man with duties and responsibilities. After departure from this world, his only home task is meditation and meditation only.



জাপানে আমন্ত্রকদের সঙ্গে জনাব আনসার উদ্দিন আহমেদ

আমাদের প্রাণপ্রিয় খালু লুৎফুন নাহার রত্না জিয়াউল

আলহাজ্জ আনসার উদ্দিন সাহেব আমার খালু ছিলেন। তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ একজন মানুষ। এতোবড় বিশাল হৃদয়ের মানুষ জগৎ সংসারে বিরল। অত্যন্ত জনহিতব্রত মানুষ ছিলেন তিনি। -ছিলেন পীর ও পরহেজগার, প্রকৌশলী ও নির্মাতা। মক্কা-মদিনা, আজমীর, দিল্লী ও সিলেটের মাজার পরিব্রাজক তিনি সংসারে থেকেও তীর্থযাত্রীর মতো সহজিয়া সরলতায় নিমগ্ন ছিলেন। নিয়তীর অমোঘ নিয়মের কাছে আমরা সকলেই পরাভূত। তাই খালু আজ আমাদের ছেড়ে অনন্তলোকে। আজ তাঁরই মাজার টঙ্গীতে তীর্থ স্থান ধর্ম স্থান হওয়ার পথে। তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আমরা টঙ্গীতে পি.সি.আই কারখানায় তাঁর দ্বিতীয় জানাজায় যাই এবং টঙ্গীতে তার কবর দেয়ার সময়ও যাই। কোন মানুষকে কবর দেয়ার সময় সেখানে যাওয়া ও থাকা আমার এই প্রথম। সেখানে তাঁর সব মেয়ে ও ছেলের বৌ, সব নাতি-নাতনীরা উপস্থিত ছিলো। সকলের চোখেই ছিলো প্রিয়জন হারানোর আকুল আকুতি ও বেদনার মর্মস্তুদ অশ্রুধারা।

কোন আত্মীয় বিয়োগে এতো হৃদয় দুমড়ানো কষ্ট আগে কখনো অনুভব করিনি। কত স্মৃতি ভেসে ওঠে মানসপটে। সন্তানের মতো তাঁর আপাত্য স্নেহ ও ভালোবাসার ঋন কোনদিনই ভুলবার নয়। আমাদের খালুও একজন সহজ সরল মনের ভালো মানুষ। ...আমার বিয়ে হয় এই খালুর বাসা তারিক কটেজে। কনে দেখাতে খালুই আমাকে নিয়ে যান ওখানে। ...বিয়ের পর খালু গাড়ি নিয়ে কুষ্টিয়া আসেন। ...খালু রাজশাহীও আসেন আব্বা আম্মার সাথে সম্ভবত ১৯৬৭ সনে। তখন রাজশাহী রেশম কারখানা ও তুঁত চাষ প্রকল্প ঘুরে দেখি। সেইসময় ওখানকার পরিচালক ছিলেন লক্ষ্মীপুরের মোশাররফ হোসেন সাহেব। পরদিন যাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক ডঃ আহমদ হোসেন সাহেবের বাসায়। তিনিও লক্ষ্মীপুরের হাজীর পাড়ার লোক। ...কয়েক মাস পরে খালু আসেন খুলনায়। পরদিন খালু আমাকে নিয়ে যশোর হয়ে ঢাকা আসেন। ...এক সময়তো আমরা একটা বাড়িই কিনতে চাই বড় মগবাজারে খালুর বাসার কাছেই তাঁর কাছাকাছি থাকবো বলে। কিন্তু খালু আমার আব্বাকে নিষেধ করেন ওই এলাকায় পরিবেশ বিশেষ ভাল নয় বলে। ...এরকম আরো কত স্মৃতি। ...

এখন আমার বাসা উত্তরায় সিয়েরা ভিউ'র একটু দূরেই টঙ্গীতে চিরশায়িত আমাদের প্রাণপ্রিয় খালু। তিনি ঘুমিয়ে আছেন পরম শান্তিতে। পৌছে গেছেন সেই অন্তর্লোকে যেখানে গেলে আর কেউ ফেরে না। ...তবু মনে হয় কোন এক বিকেলে যদি আচম্বিতে এসে বলেন কিরে মা কেমন আছস? ...কান পেতে থাকি উন্মুখ হয়ে। চোখ ভিজে আসে।

লুৎফুন নাহার রত্না জিয়াউল আলহাজ্জ জহির খান ও সুফিয়া বেগমের প্রথম সন্তান। প্রয়াত আলহাজ্জ আনসার উদ্দিন সাহেবের ভায়রার কন্যা।



Visiting mine site at Netrokona, Mymensingh



An exclusive working moment of Mr. Ansar Uddin Ahmed & others.
PCI head office at Bangabandhu Avenue

একজন সিরামিক শিল্প প্রতিষ্ঠাতা ও ধ্যানী আমাদের নানামনি

মনোরমা তাসনীম এম.এস.সি, এ্যানি রেবেকা তাসনীম বি.এ, অনুপমা তাসনীম এম.কম.

কেউ যদি প্রশ্ন করেন একাধারে একজন আলোচিত শিল্পপতি ও আধ্যাত্মিক মানুষের নাম করুন- তাহলে উত্তর হবে ধর্গাঢ্য ও বর্গাঢ্য জনাব আনসার উদ্দিন, সংগ্রামী-পরিশ্রমী ও আউলিয়া আনসার উদ্দিন। অন্তত বাংলাদেশে।

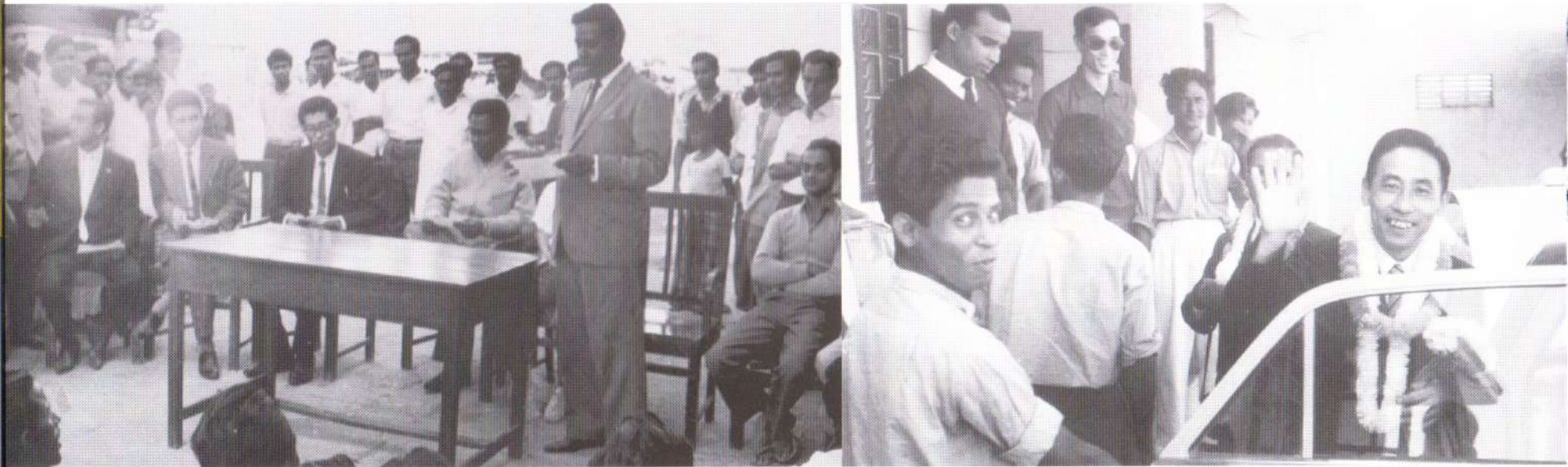
আমাদের নানামনি শিল্পপতি ও আউলিয়া আনসার উদ্দিন সহজ ও দ্রুত উপার্জনের পথে না যেয়ে কঠিন সাধনা ও সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। যে পথে উৎপাদন উন্নয়ন সেই দিকেই অশ্বারোহী ছিলেন তিনি। উন্নয়নশীল দেশে শিল্পায়নের ভাবনা ও সাফল্য বড় দুর্গম ও কন্ট্রাকার্কীর্ণ। কতরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এখানে যেমন পুঁজি ও ঋণ, যন্ত্রপাতি আমদানী, মূলধনী দ্রব্য, মান নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় ও রপ্তানী বাজার, কারিগরী ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, বীমা ও নিরাপত্তা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয় ঘাটে ঘাটে ঘুষ, বখশিশ ও নানান অনৈতিকতা। এরপর আমলাতান্ত্রিক জটিলতার অহেতুক হয়রানি ও অসামঞ্জস্য আইনী ঝামেলাতো নিত্যনৈমিত্তিক। এভাবেই নতুন উদ্যোক্তার শক্তি ও পুঁজি শুষে ফেলার নানা আয়োজন বিদ্যমান এবং সর্বোপরি বিনিয়োগ ঘাতক হরতাল দৈত্য।

এতোকিছুর পরও নানাভাই'র স্বচ্ছ ধারণা, কুশলী চিন্তা, মেধা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় পিপলস্ সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ। যে প্রতিষ্ঠানের নাম আজ সাফল্যের স্বর্ণ চূড়ায়। তিনি পরহিতৈষী ছিলেন। এজন্যে শ্রমিকদের সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন মধুর সম্পর্ক ও Wage Policy.

নানা আনসার উদ্দিন সাহেব বড় ও বিশাল মানুষ ছিলেন। তিনি লক্ষ্মীপুরে প্রতিষ্ঠা করেন দীঘলী হাই স্কুল, দীঘলী মাদ্রাসা। তিনি সমাজ সেবা করেন। তিনি হাজী মোহাম্মদ মহসীন এর মত দানবীর ছিলেন। তিনি পীর ছিলেন, আধ্যাত্মিক দরবেশ ছিলেন। আমরা আশা করি তাঁর অগনিত অনুরাগীদের মাঝে তিনি বেঁচে থাকবেন চিরকাল। আল্লাহ তাঁকে বেহেশ্ত নসীব করুন।

মনোরমা তাসনীম এক সময় ঢাকা মহিলা কলেজের অধ্যাপক, এ্যানি রেবেকা তাসনীম এবং অনুপমা তাসনীম এরা সবাই ডঃ তোফায়েল আহমেদের কন্যা।

সূত্র : তোফায়েল : বরণ্যে বাঙ্গালি ১৯৮৯



According reception to Japanese engineers of Sone Ceramic at PCI Factory

Homage to Khalu

Inam Khan

Khalu was great as man and thinker-worker. He was great as industrialist spiritualist. His division of labor: day to industry and night to divinity and meditation. His conception of the creator and the world was crystal clear.

He was not a man of the ivory tower. He didn't forget his roots from where are all came. He had set up high school in his village Dighali at Lakshmipur.

His devotion and commitment to PCI in Tongi and SCI in Saydona was total and undivided. Nothing could deter or divert him when it was the matter of PCI and 'Flying Duck' monogram was not his poetic dream but reality.

He was a hard nut to crack & as solid gold.

Inamul Haq is former chief engineer, B.S.C. now chairman, Ananta group of companies, Dhaka.



Mr. Ansar Uddin Ahmed & Mr. Obaidul Haq with
representitive of Pacific Impex Thailand Ltd.



PCI Factory

স্রষ্টার কাছে সমর্পণ

এলিজা / কবিতা / রীয়া

সহস্র কণ্ঠের
মিলিত ঐক্যতান,
সবে মিলে দোয়া মাগি স্রষ্টার কাছে,
শান্তিতে থাকে যেন
আব্বার প্রাণ ।

এ নিখিল বিশ্ব প্রভু
তোমার লীলায় ভরা,
কারে দাও মৃত্যু তুমি
কারে দাও জড়া;
কেউ থাকে আহ্লাদিত
কত হাসি গানে,
কেউ থাকে অবিরাম
ব্যথা ভরা প্রাণে ।

সকলি তোমার লীলা
হে প্রভু মহান,
সমগ্র ধরণী গাইছে
তোমার গুণগান ।

ইয়া আল্লাহ্, আমাদের আব্বাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন । আমাদের প্রাণপ্রিয় শ্বাশুরী আমাদের এই কঠিন শোক কাটিয়ে উঠবার ধৈর্য্য দান করুন
এবং আমাদের তৌফিক দান করুন যেন আমরা আমরণ তাঁর সেবা করতে পারি । আমিন ।



জাপানী অতিথির সঙ্গে অন্যান্য সহকর্মী সহ দশায়মান পিসিআই এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আনসার উদ্দিন আহমেদ

চিরঞ্জীব নানুভাই

ডাঃ সাবরীনা

স্রষ্টার সৃষ্টি সবই এক তারে বাঁধা,
জীবনের মানে হলো শুধু সূর সাধা ।

এই

মায়াবী ধরণী ছেড়ে কে বা যেতে চায়?
চিরকাল কেউ কি বাঁচে মোহিনী ধরায়?
তবু কেন যেতে মন নাহি মানে কারো,
কিছু বেশীকাল ঠাঁই যদি হতো আরো

আহা...

মায়ার বাঁধন ছেড়ে কেই বা চাই যেতে?
নিয়তির বিধি তবুও নিই মাথা পেতে

আমরা সবাই

হারাই আপনজন, হারাই আপনায়,
এই নিয়তি অমোঘ মোহিনী ধরায় ।

তবু...

তোমার বিদায়ে কাঁদে নিঃসীম আকাশ
গুমরি মরিছে দেখো বসুধা, বাতাস ।
জেনো তুমি যাওনি আমাদের ছেড়ে,
বেঁচে রবে চিরকাল সবার অন্তরে ।



Ansar Uddin Ahmed and two Japanese host in Toki-city, Japan

Of our 'Nana Bhai'

Dr. Sonia Afroj

1.

Life is great. Death is greater.
Most valued is the work and thought.
Man is bright and brilliant.
Man is a radiant reading and beaming.
It's not true:
Man is mortal
and death the leveller.
Man could achieve immortality.

2.

So much so is Ansar sequence-symphony
He was, is and will
He is a capitalist-socialist-spiritualist.
He is a milestone-diamond.
To be ever remembered-revealed-redeemed.

Dr. Sonia is a doctorate Economist from Cornell now Economist-consultant in a U.S. Think-Tank company and she is the daughter of martyr-Lion governor Humayun Zahir and professor Qamran Nahar.

আমাদের দরবেশ ফুফা

ডাঃ সাহানা / ডাঃ সেলিনা / ডাঃ হাসনা / প্রকৌশলী নাসিমা

অন্যলোকে চলে গেলো সে
আলোকিত করে
হাজার জনেরে,
সত্য ও সুন্দরের সেবা করে তিনি,
ফলবান করে গেলেন
প্রতিটি ক্ষণেই ।

এরা পাঁচগাঁও এর রত্নগর্ভা নেহার বানু এবং মোস্তা শহীদুল্লাহর সন্তান ও জোয়াদুল্লা স্থল পরিদর্শকের মেধাবী নাতনী ।

In memoriam
Ansaruddin 'fufa'
Fazlul Kabir

It's shocking that the obituary news had come to New York making us all defunct and speechless. To us all specially Sholla community & other, he was like an umbrella during rainy days, in other words, he was like the big banyan tree. In fact, he was the tallest & wisest.

Of the 3 fufas, he was the only business and industrial magnate.

He was benevolent to the near and dear ones. He was a social philanthropist.

There are many things in his life and thought that society and environment can learn from.

Kabir is pharmacist from D.U. and now pharmaceutical industrialist in New York, U.S.A.



6 Japanese engineers of Sone Ceramic with
Dhaka representative of Ghosho Company



Mr. Fukuka addressing PCI workers in 1968



শোকবাণী

মরহুম আলহাজ আনসার উদ্দিন সাহেবের প্রয়াণে দেশ-বিদেশ থেকে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু ও স্বজনদের তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী



ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ Institute of Diploma Engineers, Bangladesh

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আইডিইবি ভবন, ১৬০/এ, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৮৮৮৮, ৯৩৩৬৬৬৬, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩১৮৮৮৮
Central Office : IDEB Bhaban, 160/A, Kakrail, Dhaka -1000, Phone: 9358888, 9336666, Fax : 88-02-8318888, E-mail : ideb@citechco.net / ideb@btb.bd.net / www.ideb.org

শোকবার্তা

বিশিষ্ট ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ও এদেশে সিরামিক শিল্পের পথিকৃৎ
আলহাজ্জ আনসার উদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে
আইডিইবির শোক প্রকাশ

ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এদেশের সিরামিক শিল্পের পথিকৃৎ বিশিষ্ট শিল্পপতি, স্বনামধন্য সমাজসেবক, পিপলস্ সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ও স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাংলাদেশ সিরামিক ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি আলহাজ্জ আনসার উদ্দিন আহমেদ (৮৩) বার্ষিক্যজনিত কারণে গত ১৪ আগস্ট ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন।

তঁার মৃত্যুতে দেশের বৃহত্তম পেশাজীবী সংগঠন ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ গভীরভাবে মর্মান্বিত ও শোকাহত। আমরা মরহমের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের সাথে সমভাবে ব্যাখিত। একজন সফল শিল্পোদ্যোক্তা, একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক, সর্বোপরি একজন উৎকৃষ্ট মানুষ আলহাজ্জ আনসার উদ্দিন আহমেদের বর্ণাঢ্য জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তঁার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

মহান রাব্বুল আলামিন তঁার শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের এই শোক সহ্য করার ক্ষমতা দান করুন। আমীন।

কাজী নজরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

তাং - ১৭- ০৮- ২০০৫ ইং

১৫/০৮/২০০৫খ্রীঃ তারিখ বিকেল ৪টা টঙ্গীস্থ ২য় ও শেষ জানাজায় আবেগজড়িত কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত ভাষণে - আনসার উদ্দিন সাহেব শ্রমিক দরদী ছিলেন। কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে অক্ষম হলে তিনি খরচ যোগাতেন। তাঁর কোন কোন দানের কথা কেউ জানত না। তার ঘামে শ্রমে গড়া আমাদের এই পি.সি.আই।

ওবায়দুল হক

পরিচালক, পিপলস সিরামিক ইনডাস্ট্রিজ

আলহাজ্ব আনসার ছিলেন একাধারে শিল্পপতি ও আল্লাহ ধ্যানী। এটা তাঁর বিশিষ্টতা ও অসাধারণতা। সারাদিন টাকা পয়সা গননা আর রাতে আল্লাহ জিকির এর আর কোন উদাহরণ আমার জানা মতে নেই। তিনি বলতেন- আমার এই কলকারখানা ছদকায়ে জারিয়া। আল্লাহর রাহে। আলহাজ্ব আনসার এবং আমি একবার একত্রে হজে যাই মক্কা মদীনায। মনেই হয়নি তিনি একজন শিল্পপতি। মাটির মানুষ।

মাওলানা আমিনুল ইসলাম :

জাতীয় মাওলানা/বিদগ্ধ ইসলামী বাগী/সম্পাদক, আল বাইয়েনাত

একদিন তিনি আমাকে বলেন : অর্থনীতি সম্পর্কে গবেষণা বিশ্লেষণ করে এমন নতুন কিছু লিখুন যাতে দেশ উপকৃত হবে।

৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিন বললেন : দ্যাখো, আমরা তো দেশে বাড়ি ঘরে যে ভাবেই আছি হয়তো আরাম আয়েশেই আছি কিন্তু আমাদেরই আত্মজ যারা শরণার্থী হিসেবে ভারতে গেছে তারা কত কষ্টেই না আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের আহাজারি শুনবে।

তোফায়েল

অর্থনীতিবিদ

দুলা ভাই,

আনসার খালু বিদায় নিলেন এই মর্মান্তিক সত্য ভাবতেও ভীষন কষ্ট হচ্ছে। আমরা শোক সাগরে। আমাদের পরম শত্রুর ও অতি কাছের মানুষ ছিলেন খালু। বড় আপন জন ছিলেন। সব সময় আমাদের সুখে দুঃখের অংশীদার ছিলেন। তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগত। কত বড় মানুষ ছিলেন তিনি অথচ কি অমায়িক সারল্য ছিলো তাঁর। সবাইকে জড়িয়ে রেখেছেন নিবিড় মমতায়। তাঁর শূণ্যতা আমাদের কখনোই পূরণ হবে না। ক্রটিমুক্ত এমন মানুষ আর দেখবো না। করাচী থেকে ঢাকা গেলে খালুর বাসাই ছিল আমাদের ভরসা। আহা, খালা একা হয়ে গেলেন। আমাদের আন্মা নেই, খালা আছেন। আব্বা নেই, খালু ছিলেন। তিনিও পরপারে চলে গেলেন। ...ইয়া আল্লাহ্ খালুর আত্মাকে শান্তি দিও।

আপনি খালু সম্পর্কে বই লিখছেন শুনে খুশি হলাম। আসলে খালুর আদর্শের প্রচার হওয়া উচিত। এমন বিশাল মাপের মানুষ আমরা আর কি পাবো?

- বকুল

ফিলাডেলফিয়া, ইউ এস এ

Uncle Ansar was a great man

His farewell to the world is big loss of the country. It would be irreparable. His zeal and vigour, energy and viva for work were unfathomable.

Rest and retire was unknown to him. May I call him Julius Caesar or Alexander. He was a hero in the battlefield. He was a good man, social and labor welfare was his prayers. In fact, he was a practical dervish. He was no votary of the gospel of Mamun.

- **Amin Khan Dallas, USA**

Mr. Ansaruddin was a noble man of lion heart.

- **Dr. Mushfequr Rahman**

Professor of Mathematics, D.U.

Provost, Dhaka Hall, D.U.

Mr. Ansaruddin was a greater Noakhali figure, rare the national personality. His contribution to national growth and development is unique and extra ordinary in that his ceramic industry is local raw matsril based and import substituted as also forex earned.

- **Mr. Helal** *Editor, University campus, Lakshmipur Berta, Dhaka*
- **Economist Najneen** *BIDS, former CPD*

Uncle Ansar did so much and what not for us specially when we were growing up and do rise up we news cared to express in grtitude. His was the house of our large family, destination in between our Noakhali and Karachi Journeys. Our eldest sister's marriage was held in his Tarik Cottage. Auntie had to bear all the burdens of a marriage formalities.

I have it that uncle had performed the general prayer after laying martyred Humayun Zahir for nearly half an hour in the scorching heat of the summer sun.

- **Qamrun Nahar Zahir**
Director, U.C. Bank IIC, Chairman, D.M.College.

Mr. Ansurddin was discoverer-explorer of mymensingh-Bijoipur china clay. It's the new material of his PCI.

- **Dr. M. Hadi**, *Vice-chancellor, Mujib Medial Universe.*

Ansar fufa was an industrialist only and a devoted one. Politics was never his diversion or passion. He was not hungry for models or awards at home or abroad. He was coastal relief man of Lakshmipur-Noakhali during natural deluge and disasters.

- **A. Mannan Bhuiyan, & A. Rab Bhuiyan**

Mr. Ansar was the only industrial tycoon and magnate in our circle.

- **Tahmina Khan (Mrs. Mumtaj Khan)**, Chairman, Mandari Fatema girl's high school, Lakshmipur.

Once my boss in the PCI, he was so smart-trans. parent-timed-dedicated

- **Maqsud**, Editor, সত্য প্রবাহ

He was a lover and a loved one

- **Mirja Tarek Kader**, Chairman, মনীষা বাংলাদেশ।

Yee authoring on nena

- **Dr. Rhea**

Uncle so sound and sweet

- **Artist-trader Memerun Mona**, Chikago

Uncle! why sohurry! why not 100!

- **Architect Suraiya**, Dallas.

14 August 2005 is day we can't forget

- নোয়াখালি বিচিত্রা, ঢাকা

He has gone his home, we also

- **Maqsud**, PCI

I didn't get seared when gradpa was laid in the grave at Tongi

- **Ridwan.**

He was an asset to greater Noakhali and Bangladesh:

- **Dr. Khair**, Vice-chancellor, Noakhali science and technology University.

He was ever live to Noakhali and Noakhali samite

- **Maqbul**

He was jurist-legal-logical

- **Barrister Mansur**, Brother of বীর উত্তম Manjur, Somewhat brother in law of Ansaruddin and Zahir Khan.

He was an nice and fine and fair

- **Dr. Mrs. Salimullah, Mr. & Mrs. Ahsanullah**

We are not getting his interview published in monthly লক্ষ্মীপুর বার্তা, Dhaka years back

- **Poet Mostafa**

He was more a saint and devotee than an industrialist

- **Justice Ali Ashgar**

Yee married so high and up seeing me at the verandha of Tarik cottage

- **Barrister Altaf** Now domiciled in London, My economics classmate D.U 1959.

Date: Wed, 17 Aug 2005

From EIHO TRADING CO.,LTD.

Koji Furuta

Junji Yoshida

and All of our ceramic business companion.

My associates and I and Mr.Yoshida heard with deep regret of the passing of your Chairman Managing Director and your beloved father Al-Haj Ansaruddin Ahmed.

He was a fine gentlman, a man of highest honor, compassionate, and dedicated to hard work for the things he believed in.

All of us and our ceramic buiness companion here held him in extremely high regards. We will forever cherish the occasions we had together such a long and close friend and valued business associate.

May I express our deepest sympathy to his bereaved family and yourself.

Koji Furuta, President Eiho Trading Co.,Ltd.

and

Junji Yosida, Advisory Managing drector.

Date: Fri, 19 Aug 2005

Dear Saleem,

I am profoundly sorry to hear the sad news of the expiry of our dear uncle. It is the end of an era for PCI. I have not met another person of his stature in Bangladesh. He has successfully combined intelligence, integrity, acumen and perseverance. God has given him a tremendous amount of courage and confidence. If I reflect on his memories, I marvel at the enormity of his qualities. I pray that may Allah give him peace and solace in the after world.

You all lost a great father, we all lost a great man and Bangladesh has lost a pioneer entrepreneur.

Please give my sincere condolences to your Amma, Dulal, Helal, and all your sisters.

Hena Bhai

Dr. Sarwar Jamil, Southampton, UK.

16th Aug 2005

Dear Lutfur,

I am writing on behalf of Marilyn Sheelah and myself to express our great sadness on learning of the passing away of your beloved father Mr. Ansaruddin Ahmed.

Mr. Ansaruddin Ahmed was a man of great wisdom, high principles and high ethics. These qualities rarely seen today but manifested themselves throughout your father's business and personal lives. We benefited from them as indeed have you and his family.

We will always remember with great affection your father's letter and faxes to us. If we had done well he would thank and praise us but if we had done badly he would severely admonish us. We were always pleased to receive both praise and criticism from your father because we always knew that they were fair and just.

Mr. Ansaruddin was a great man who will be missed by all who had the privilege of knowing him.

We pass on sincere condolences to you and all the family.

Yours sincerely,

TM Partridge
Managing Director

Jim and Christine Marrington

"Silver Birches"

18 Rosehil Close

Hoddesdon Herts

EN11 8NH

01 992 460382

12 th August 2005

Dear Lutfur

I was very distressed to receive news of Ansar's passing. Whilst I was aware that he had suffered several bouts of ill health, he was the sort of gentleman that one thought would live forever.

Which, of course, he will in the thoughts and minds of his family and of all those who had the privilege and pleasure of meeting him.

I remember well the first day I met him. He came to my hotel in Dhaka to collect me and take me to see his factory, and meet his sons. That, I believe, was our first meeting?

Your father worked hard for his family, his community, his employees and for his God. A man, whom I consider it to have been an honour to know.

He was justly proud of his family, a devoted husband and father. He will be sadly missed by all.

Christine and I send you and your family our love and condolences at your every sad loss.

Sincerely yours

Jim

Mr. Jim Marrington widely introduced PCI Porcelain product in the UK

Date: Wed, 17 Aug 2005

Dear Salim,

It was a bolt from the blue when I got the shocking news over telephone in the late evening of 14th August 2005 about the passing away of my dear old friend and guide Ansaruddin saheb. It is more than fifty years we were in close touch with each other. It is hard to believe that I will never hear from him in future. But when I recollect the sufferings he had during the last couple of years on account of health ailment, I reluctantly feel that he is now free from that suffering.

I wish I could have been there at Dhaka to be present at the time of the interment of the body and pay my last respect to the departed soul but could not help to obtain a Visa because of holiday at Calcutta due to Independence day.

I know it will be a great shock and irreparable loss to you and to all other members of the family as well as to the people associated with the Ceramic Industry founded and nursed by Ansaruddin saheb till his last breath. My wife & daughter joins me in sharing the grief. I pray to God to give you all the strength to overcome the shock and for the peaceful rest of the soul.

With best regards,

S. K. Ghosh

President

Bengal National Chamber of Commerce & Industry

Kolkata

TAKASAGO INDUSTRY CO. LTD.

2321-2, Dachi-cho, Toki-city, Gifo-pref., 509-5401 Japan.
Tel: (0572) 59-1234, 59-8899, Fax: (0572) 59-2033, 59-3848
E-mail: takasago@quartz.ocn.ne.jp

Date: Aug 17, 2005

Ref: No. HW-165

Dear Mr. Lutfur,

I was very sorry and saddened to learn the news about the passing of Mr. Al-Haj Ansaruddin Ahmed, Chairman & the founder of the company as your father.

He devoted himself to the growth and prosperity of your company since its foundation, and will be missed not only in your company but in many other organizations where his personal sincerity, warmth and leadership felt so deeply.

Please accept my deepest sympathy and I all share your great burden of loss.

With heartfelt condolences,

Takasago Industry Co. Ltd.

H. Watanabe

President



Date: Thu, 1 Sep 2005

Dear Mr. Lutfur,

I am very honoured to learn so much about your father and this is surely no small honour he received in his lifetime from Pri Zamin Nizami of Nizamuddin, Delhi on the occasion of URS of Khwaja Moinuddin Chishti and the time he received at the time of passing away.

I stand by you and your family at this moment of grief and surely will pray for the peace of the Great departed soul, a visionary and a philanthropist of this century. As the company name suggests it is Peoples Ceramics which shows the vision and humanitarian aspect in him, the factory is symbolic of the fact that he was for the people and so he named even the factory as Peoples Ceramics and his board thinking and execution gestures of being such a great human being makes him favourite of the Almighty as I perceive.

Please do let me know if I can in any way contribute here in India.

Yours Sincerely,

Shadab Khan

Elcorteingles

India Office

Last dictation of Ex Managing Director to Jaipur Ceramic, India
in respect to Roller Hearth Decoration Kiln

Date : --- August 2005

We have received your e-mail. We are in complete opinion with you and we understood that this complete requirement of you to complete the assignment leaving no room for negotiation.

Meanwhile, we would send you Invitation Letter through Bangladesh Government to enable you to take up remaining job properly without make further delay.

We are awaiting to welcome you in our country at the soonest possible time. If you require any further assistance please be sure we are ready to cooperate with you every possible way to expedite the job to be done.

With best regards,

Ansar Uddin Ahmed

খেলাফতনামা

“ সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং দরুদ ও সালাম প্রিয় হযরত রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং সমস্ত আল-আওলাদ ও আসহাবের প্রতি ।”

জনাব সুফি আলহাজ্ব আনসার উদ্দিন আহমেদ প্রকৃতপক্ষে একজন কোমলপ্রাণ আল্লাহ্‌ভীরু মানুষ । তিনি বাংলাদেশের সেইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম যিনি লোভনীয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখে সর্বদা আল্লাহ্র বান্দাদের খেদমতে এবং আল্লাহ্র এবাদতে মশগুল রয়েছেন । বাংলাদেশে মরহুম ডাঃ ইয়াকুব হাসান চিশতী নেজামী সাহেব আমার খলিফা ছিলেন, যিনি ইতিমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন । ডাঃ সাহেবের ইন্তেকালের পর আলহাজ্ব আনসার উদ্দিন আহমেদ সাহেব আমার কাছ থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে দীক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন এবং আমার নির্দেশের চেয়েও বেশী সাধনায় নিজেকে রত রাখেন । আসলে আল্লাহ্র পথের পথিক যতটাই তাঁর নৈকট্য লাভ করতে থাকে, ঠিক ততটাই নিজেকে দূরেও মনে করতে থাকে । আর সর্বদা মনে এই ভাব পোষণের ফলে আধ্যাত্মিক জগত বিষয়ে তার আকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি হয় এবং এ বিষয়ে সে দ্রুত উন্নতি করতে থাকে ।

যাই হোক, আলহাজ্ব আনসার উদ্দিন আহমেদ সাহেব সম্পর্কে আমার “দ্বীনে এলক্বা” হয়েছে আমি সেই ইঙ্গিত মোতাবেক চিঠি লিখি তাঁকে হিন্দুস্তানে আসতে । হাজী সাহেব আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনতিবিলম্বে দিল্লি উপস্থিত হন এবং ২০ শাওয়াল ১৪০২ হিজরি মোতাবেক ১১ আগস্ট ১৯৮২ সনে ‘সোফ্যায়ে সাতুনে’ অনুষ্ঠিত হযরত আমীর খসরু (রঃ)-এর ওরসের সমাপ্তি অধিবেশনের সময় সমস্ত মাশায়েখ ও বুজুর্গানেদ্বীনের উপস্থিতিতে চিশতীয়া নিজামিয়া ফখরিয়া সোলায়মানিয়ার খেলাফত দিয়েছি । এই সময় তাঁর দস্তারবন্দী করেছি এবং তাঁকে জোব্বাহ পরিধান করিয়েছি ।

আমি দোয়া করি, আল্লাহ্পাক তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাত এই দোজাহানের নেয়ামত দান করুন আর আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তাঁর কাছে ফয়েজ লাভ করার তওফিক দান করুন । ‘আমিন’ ।

আলহাজ্ব আনসার উদ্দিন আহমেদ সাহেবের কর্তব্য হবে দরগাহ্র কেন্দ্রের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা ।

দোয়াগো

পীর যামেন নেজামী সৈয়দ বোখারী,

সাজ্জাদানেশীন, দরগাহ হযরত নেজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ)

দরগাহ্ কেন্দ্র, নতুন দিল্লি-১৩

খাজা আহমদ নেজামী

নায়েবে সাজ্জাদানেশীন

দরগাহ্ হযরত নেজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ)

আলহাজ আনসার উদ্দিন আহমেদ এর জীবন দর্শন

- পরিমিত আহার
- উপবাস উপকারী ও স্বাস্থ্যবর্ধক
- শৃংখলাই উত্তম
- চাকুরী থেকে ব্যবসা ভালো
- স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বি হওয়ার চেষ্টা করা উচিত
- ভালো নয় পরমুখাপেক্ষি ও পরশ্রীকাতরতা
- সন্তান ও কওমী খেদমতই আল্লাহর দিদার
- ইনসানিয়াৎ বড় ছওয়াব
- সঞ্চয় কর ঃ মূলধন গড়
- অপচয়কারী শয়তানের ভাই
- কর্ম ও ধ্যানই জীবন
- খোদার জিকির কর আখেরাতী পুঁজি
- সিরাতুল্লাহী রুহের মাগফেরাত

আনসার উদ্দিন আহমেদ এর স্বপ্ন ও সফলতার নিদর্শন



পিপলস্ সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ



স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ



তিনি ছিলেন এদেশের সিরামিক শিল্পের জনক। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমানে বাংলাদেশের সিরামিক জগতের কিংবদন্তিতুল্য বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব আনসার উদ্দিন আহমেদ। সামান্য থেকে অসামান্য হয়ে ওঠার জীবন্ত এক উপাখ্যান। গত শতকের মধ্য পঞ্চাশ থেকে এ শতকের শুরু পর্যন্ত যিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেছেন নিজের ব্যবসা, নেতৃত্ব দিয়েছেন বহির্বিশ্বে এদেশের পণ্য প্রসারে, মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাঙালী মুসলমান জাতিকে বিশ্ব দরবারে সেই তিনি আজ আর আমাদের মাঝে বেঁচে নেই।...

মেধা, প্রজ্ঞা, অধ্যাবসায়, অপরিসীম পরিশ্রমী, নীতিবান এবং অসম্ভব ধর্মভীরু আলহাজ্ব আনসার উদ্দিন আহমেদ চিরকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহীদের মাঝে তাঁর অনুকরণীয় কর্ম ও ধর্মজ্ঞানসমৃদ্ধ জীবনের নানান আদর্শের জন্যে।

মেঘনা বিধৌত দিঘলী ও ফতেউল্লাপুরের দীর্ঘতম সংশ্লিষ্টক শালপ্রাংশু এই মহীরুহের স্মৃতিকে জাগরুক রাখার নিমিত্তে এবং আগামী প্রজন্ম যেন এই বিশাল মানুষটি সম্পর্কে জানতে পারে তার জন্যেই এই প্রয়াস।

- সম্পাদক